কয়েক মাসের খবর
(২৩ জুলাই- ২০ অক্টোবর)

শ্রমজীবী মানুষ

আট মাসে ফিরলেন ৮০০ নারী গৃহকর্মী

২৮ আগস্ট ২০১৯, প্রথম আলো

গত আট মাসে সৌদি আরব থেকে দেশে ফিরেছেন প্রায় ৮০০ নারী কর্মী। এর আগে গত বছর ফিরেছেন আরও ১ হাজার ৩৫৩ জন নারী গৃহকর্মী।

বাংলাদেশ থেকে গৃহকর্মীর কাজ নিয়ে বিদেশে যাওয়া নারীদের প্রায় ৮০ শতাংশের গন্তব্য সৌদি আরব। সেখানকার বাংলাদেশ দূতাবাসের শ্রম উইং থেকে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে পাঠানো এক চিঠিতে বলা হয়, গত বছরের জানুয়ারি থেকে এ বছরের মার্চ পর্যন্ত দেশে ফিরেছেন ২ হাজার ২২২ নারী গৃহকর্মী। আরও অনেকেই দেশে ফেরার জন্য সেফহোমে অবস্থান করছেন।

নির্যাতনের অভিযোগে ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইন গৃহকর্মী পাঠানো বন্ধ করে দিলে ২০১৫ সালে বাংলাদেশের সঙ্গে চুক্তি করে সৌদি আরব। এরপর থেকে গত জুলাই পর্যন্ত প্রায় ৩ লাখ নারী কর্মী গেছেন দেশটিতে।

এক সঙ্গে চাকরি হারালেন এসএফ ডেনিমের ৭০০ শ্রমিক

১ সেপ্টেম্বর ২০১৯, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম

একসঙ্গে ৭০০ শ্রমিককে চাকরিচ্যুত করেছে ঢাকার তেজগাঁওয়ের এসএফ ডেনিম অ্যাপারেলস লিমিটেড। সঙ্কটে পড়ে ব্যয় সঙ্কোচনের লক্ষ্যে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে মালিকদের পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছে। তবে শ্রমিক সংগঠনগুলো বলছে, এটা করা হয়েছে শ্রমিক ইউনিয়ন করার উদ্যোগ নেওয়ার কারণে।

সিঅ্যান্ডএ, এইচঅ্যান্ডএমের মতো বিশ্বের নামি কয়েকটি ব্র্যান্ডের জন্য পোশাক সরবরাহকারী এসএফ ডেনিম নিজেদের 'সম্পূর্ণ কমপায়েন্ট' কারখানা বলে দাবি করে।

জীবন কেড়ে নেওয়া শ্রম

০১ সেপ্টেম্বর ২০১৯, প্রথম আলো

সালাম, মালেকসহ হাজারো পাথরভাঙার শ্রমিকদের জীবনের গল্প একই রকম; তীব্র যন্ত্রণা আর অভাবে বিপর্যস্ত। নাজমার মতো অনেক গৃহবধূ স্বামী হারিয়ে সন্তানদের নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। এই পর্যন্ত সিলোকিসেসে আক্রান্ত হয়ে ৬০ জন পাথর ভাঙার যন্ত্রের শ্রমিক মারা গেছেন বলে জানিয়েছেন বুড়িমারী স্থলবন্দর পাথর ভাঙা শ্রমিক সুরক্ষা কমিটির সভাপতি মমিনুর রহমান। তিনি দাবিকরেন, এখন সিলোকোসিসে আক্রান্ত হয়ে ৫০ জন শ্রমিক গুরুতর অসুস্থ। বুড়িমারী ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান আবু সাইদ নেওয়াজও একই ধরনের তথ্য দিয়েছেন। তিনি বলেন, গত ১৩ বছরে সিলিকোসিসে ৬০ জন পাথর ভাঙার শ্রমিক মারা গেছেন। বর্তমানে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১৩০। এর মধ্যে ২০ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

তৈরি পোশাক খাতে নারী শ্রমিক কমছে

০৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯, প্রথম আলো

নারী শ্রমিকদের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা তৈরি পোশাক খাতে নারীরাই পিছিয়ে পড়ছেন। এই খাতে নারী শ্রমিক কমে যাচ্ছে। নারীর তুলনায় পুরুষের সংখ্যা এখন বেশি। অথচ দেশে তৈরি পোশাক কারখানা ও শ্রমিকের সংখ্যা দুই-ই বেড়েছে। বিবিএসের সর্বশেষ শ্রমশক্তি জরিপ বলছে, পোশাকশিল্প খাতে পুরুষ এখন ৫৩ দশমিক ৮২ শতাংশ; বিপরীতে নারী আছেন ৪৬ দশমিক ১৮ শতাংশ।

প্রযুক্তি ও দক্ষতায় ঘাটতি, বেতন বাড়ায় পুরুষদের আগ্রহ বৃদ্ধির কারণে তৈরি পোশাক খাতে (গার্মেন্টস) নারী শ্রমিকেরা পিছিয়ে পড়ছেন। সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে নারীদের দক্ষ করতে এখনই পদক্ষেপ না নিলে নারীদের কয়েক যুগের এই পেশা টিকিয়ে রাখা কঠিন বলে মনে করছেন এই খাতের বিশেষজ্ঞরা।

বিগত চার বছরের ব্যবধানে পোশাকশিল্প খাতে নারীর অংশগ্রহণ ১০ দশমিক ৬৮ শতাংশ কমেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) শ্রমশক্তির দুটি পৃথক জরিপ বিশেষণ করে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। বেসরকারি একাধিক জরিপেও নারী শ্রমিক কমে যাওয়ার এই প্রবণতা উঠে এসেছে। এ খাতে মোট ৩৩ লাখ ১৫ হাজার মানুষ কাজ করেন। তাঁদের মধ্যে সিংহভাগই শ্রমিক। শেষের জরিপটি ২০১৮ সালে প্রকাশ করা হয়।

২০১৩ সালের একই জরিপে দেখা গেছে, পোশাকশিল্প খাতে পুরুষের অংশগ্রহণের হার ছিল ৪৩ দশমিক ১৪ শতাংশ। যেখানে নারীদের হার ছিল ৫৬ দশমিক ৮৬ শতাংশ। তখন এই খাতে ২৯ লাখ ৯৭ হাজার লোক জড়িত ছিল।

প্রবাসে শ্রমিকের ৬২% মৃত্যুর কারণ স্ট্রোক

০৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯, প্রথম আলো

প্রবাসী শ্রমিকদের মৃত্যুর তথ্য সংরক্ষণ করে প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড। বোর্ডের হিসাব অনুযায়ী, বিভিন্ন দেশ থেকে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১১ জন শ্রমিকের লাশ আসছে। এ বছরের আগস্ট পর্যন্ত ৮ মাসে এসেছে ২ হাজার ৬১১টি লাশ। এর মধ্যে প্রথম ছয় মাসের মৃত্যুর তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, ৬২ শতাংশই মারা গেছেন স্ট্রোক বা মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের কারণে। এরপর দুর্ঘটনায় মারা গেছেন প্রায় ১৮ শতাংশ। আর স্বাভাবিক মৃত্যু ৫ শতাংশ।

মৃত ব্যক্তিদের স্বজন, প্রবাসী বাংলাদেশি ও অভিবাসন খাত-সংশিষ্ট সরকারি-বেসরকারি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, উচ্চ অভিবাসন ব্যয় প্রবাসীদের মানসিক চাপ বাড়ানোর অন্যতম কারণ। ঋণ নিয়ে বিদেশে গিয়ে টাকা শোধ করার চাপের কারণে অতিরিক্ত কাজ করার প্রবণতা রয়েছে শ্রমিকদের মধ্যে। ১২ থেকে ১৮ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করার কারণে নিয়মিত ঘুমানোর সুযোগ পান না শ্রমিকেরা। এসব কারণে স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ে। অথচ বাংলাদেশে বছরে প্রায় দেড় হাজার কোটি ডলার প্রবাসী আয় আসে। দ্বিতীয় বৈদেশিক আয়ের এ খাতে সরকারের তেমন কোনো বিনিয়োগ নেই। প্রবাসীদের সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে দূতাবাসগুলোর জনবল ঘাটতির কথা বলা হয় প্রায়ই।

জাহাজভাঙা কারখানায় বন্ধ হচ্ছে না দুর্ঘটনা

১৬ অক্টোবর ২০১৯, প্রথম আলো

জাহাজভাঙা কারখানা নিয়ে কাজ করা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (এনজিও) ইপসার তথ্যমতে, চলতি বছরের শুরু থেকে গতকাল পর্যন্ত বিভিন্ন জাহাজভাঙা কারখানায় ২১ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন আরও ৩৭ জন। সরকারি হিসাবে মৃতের সংখ্যা ১৭।

অর্থনীতির খবর

শেয়ারবাজারে ২৭০০০ কোটি টাকা উধাও ১৫ দিনেই

২৩ জুলাই ২০১৯, প্রথম আলো

আবারও সূচকের লাগামহীন পতন। আর তাতে এক দিনেই ৪ হাজার ৩৫৮ কোটি টাকার লোকসান গুনতে হয়েছে শেয়ারবাজারের বিনিয়োগকারীদের। এতে সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়েছেন ঋণগ্রস্ত বিনিয়োগকারীরা। কারণ ঋণের অর্থ আদায়ে অনেকের পত্রকোষ বা পোর্টফোলিওতে থাকা শেয়ার জোর করে বিক্রির (ফোর্সড সেল) আওতায় পড়েছে।

গত ৩০ জুন চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেট পাস হওয়ার পর থেকে গতকাল পর্যন্ত মাত্র ১৫ কার্যদিবসে বিনিয়োগকারীদের লোকসান হয়েছে প্রায় ২৭ হাজার কোটি টাকা। শেয়ারের মূল্যমান কমে যাওয়ায় প্রায় ৪ লাখ কোটি টাকা থেকে ডিএসইর বাজার মূলধন নেমে এসেছে ৩ লাখ ৭৩ হাজার কোটি টাকায়।

বিক্রি করতে না পেরে রাস্তায় ফেলে দিলেন চামড়া

১৩ আগস্ট ২০১৯, প্রথম আলো

একেকটি চামড়া কিনেছিলেন ৩০০-৪০০ টাকা করে। কিন্তু আড়তে এসে প্রতিটি চামড়া ৫০, এমনকি ১০ টাকায়ও বিক্রি করতে পারেননি মৌসুমি কাঁচা চামড়া সংগ্রহকারীরা। চামড়া নিতে আড়তদারদের অনেক অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের মন গলেনি। শেষ পর্যন্ত রাগে-দুঃখে ও হতাশায় সড়কের ওপর চামড়া

ফেলে বাড়ি ফিরে যান মৌসুমি ব্যবসায়ীরা।

চামড়ার দামে ধস, কার লাভ-কার ক্ষতি?

১৩ আগস্ট ২০১৯, প্রথম আলো

কোরবানির চামড়া বা বিক্রি করা অর্থ দান করতে হয়। এই দান এতিমখানা, মাদ্রাসা এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীই পেয়ে থাকে। কিছু মৌসুমি ব্যবসায়ীই এ সময় আয় করেন। কিন্তু এবারের চিত্র একেবারেই ভিন্ন। চামড়ার দাম পেয়ে যাদের উপকৃত হওয়ার কথা তারা এবার তা পাচ্ছেন না। বলা যায় পুরো লাভটাই যাচ্ছে আড়তদার, ব্যবসায়ী আর ট্যানারি মালিকদের পকেটে।

অবশ্য ট্যানারি মালিকেরা বলছেন, আড়তদারেরা নিজেরা সিন্ডিকেট করে চামড়ার দাম কমিয়ে দিয়েছে। এতে তারাই লাভবান হবেন। আর আড়তদারদের অভিযোগ ট্যানারি মালিকেরা গতবারের চামড়ার দাম পরিশোধ না করায় এবার বেশির ভাগ আড়তদার বা ব্যবসায়ী চামড়া কেনা থেকে বিরত থেকেছেন। ফলে চামড়ার দাম কমে গেছে।

এ বছর ঈদে কোরবানির জন্য পশুর চাহিদা ছিল প্রায় এক কোটি ১০ লাখের মতো। এ জন্য প্রায় ৪২ লাখ গরু প্রস্তুত ছিল। বাকিটা ছাগল ও মহিষ কোরবানি হয়েছে। অর্থনীতিবিদ ও বাজার সংশিষ্টরা বলছেন, চামড়ার বাজারে ধস নামার কারণে দরিদ্র জনগোষ্ঠী কমপক্ষে ৫০০ কোটি টাকা সহায়তা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। অন্যদিকে কম দামে চামড়া কিনতে পারায় এবং এখন কাঁচা চামড়া বিদেশে রপ্তানির অনুমতি মেলায় ৫০০ কোটি টাকার বেশি অতিরিক্ত লাভ হাতিয়ে নেবে আড়তদার, ব্যবসায়ী ও ট্যানারি মালিকেরা। তবে বাজার সংশিষ্টরা বলছেন লাভ যাবে আড়তদার ও ব্যবসায়ীদেরই পকেটে। চামড়া রপ্তানি হলে ট্যানারি মালিকেরা তখন আর কম দামে এদের কাছ থেকে চামড়া কিনতে পারবেন না।

৫ বছরে ৫৫ হাজার তাঁতকল বন্ধ

১৭ আগষ্ট ২০১৯, সমকাল

নারায়ণগঞ্জের প্রত্যন্ত গ্রামগুলোর সদা সরব তাঁত পলীগুলো আজ নীরব-নিস্তব্ধ। এখন গ্রামগুলোতে আর সারি সারি তাঁতঘরের দেখা মেলে না। প্রত্যন্ত গ্রামগুলোর নিস্তব্ধতা ও রাতের সুনসান নীরবতা যেন কয়েক লাখ তাঁতির দীর্ঘশ্বাস। পুঁজি হারিয়ে আর ঋণের দায় মেটাতে না পারায় গত পাঁচ বছরে নারায়ণগঞ্জের প্রায় ৫৫ হাজার তাঁতকল বন্ধ হয়ে গেছে।

একদিকে অর্থ সংকট অন্যদিকে ঋণের বোঝা নিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন অনেক তাঁতকল মালিক। তাঁতশিল্পে ব্যবহৃত জিনিসপত্রের অব্যাহত মূল্যবৃদ্ধি, যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের অভাব ও বাজারজাতকরণসহ নানা সমস্যার কারণে নারায়ণগঞ্জের তাঁত শিল্প চরম দুর্দিন পার করছে। হস্তচালিত তাঁতশিল্প এখন বিলুপ্তির পথে। সরকারিভাবে সহযোগিতা না পেয়ে অনেক তাঁতি তাদের আদি পেশা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন অন্য পেশায়।

১৬ বছরের ব্যর্থতার চক্করে চামড়াশিল্প

১৮ আগস্ট ২০১৯, প্রথম আলো

২০০ একর জমিতে একটি চামড়াশিল্প নগর করতে ১৬ বছর পার করেছে সরকার। প্রকল্প নেওয়া হয় ২০০৩ সালে। এখনো কেন্দ্রীয় বর্জ্য পরিশোধনাগার (সিইটিপি) পুরোপুরি প্রস্তুত হয়নি। কঠিন বর্জ্য ফেলার জায়গা বা ডাম্পিং ইয়ার্ডের কাজ শুরুই হয়নি। জমির দাম ঠিক হয়েছে মাত্র তিন মাস আগে। কোনো ট্যানারিমালিক ইজারা দলিলও বুঝে পাননি।

চামড়াশিল্পে রপ্তানি আয় কমে যাওয়া এবং কাঁচা চামড়ার দামে ধস এই ব্যর্থতারই মাশুল। চামড়াপণ্য উৎপাদনকারী, ট্যানারিমালিক ও আড়তমালিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তিন বছর ধরেই দেশে চামড়ার দাম কম। এ বছর যা তলানিতে ঠেকেছে। রেওয়াজ অনুযায়ী, প্রতিবছর ঈদুল আজহায় ট্যানারিমালিকেরা আড়তমালিকদের পুরোনো বকেয়া শোধ করেন, যা দিয়ে চামড়া কিনে আবার ট্যানারিমালিকদের দেন আড়তদারেরা।

ট্যানারিমালিকেরা বলছেন, রপ্তানি আয় কমে যাওয়া এবং ব্যাংক থেকে পর্যাপ্ত ঋণ না পাওয়ায় এবার তাঁরা চামড়া কিনতে আড়তমালিক ও ফড়িয়াদের টাকা দিতে পারেননি। রপ্তানি আয় কমে যাওয়াসহ ব্যাংকঋণ না পাওয়ার সঙ্গে অবশ্য চামড়াশিল্প নগর প্রস্তুত না হওয়া এবং জমির ইজারা দলিল বুঝে না পাওয়ার সম্পর্ক রয়েছে।

দেশে চীনা বিনিয়োগ এক বছরে বেড়েছে ১০ গুণ

প্রথম আলো অনলাইন, ২৭ আগস্ট, ২০১৯

বাংলাদেশে এক বছরে চীনা বিনিয়োগ ১০ গুণ বেড়েছে। ২০১৭ সালে এ দেশে চীনা বিনিয়োগ ছিল ৯ কোটি মার্কিন ডলারের মতো। যা ২০১৮ সালে ১০৩ কোটি ডলারে উন্নীত হয়। বহুজাতিক পরামর্শক সংস্থা প্রাইস ওয়াটার হাউস কুপারস (পিডবিউসি) বাংলাদেশ আয়োজিত এক সেমিনারে এ তথ্য জানানো হয়।

ঋণের কিস্তি দিতে না পেরে ২ সন্তানের বাবার আত্মহত্যা

২৭ আগস্ট, ২০১৯, দেশ রূপান্তর

ফরিদপুরের বোয়ালমারীতে এনজিওর কিস্তির টাকা দিতে না পারায় রবিউল মোলা (৩০) নামে এক যুবক গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যার করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। মঙ্গলবার বোয়ালমারীর পশ্চিম কামারগ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

খেলাপি ঋণ বাড়ছে বেসরকারিতেও

২৯ আগস্ট ২০১৯, প্রথম আলো

একসময় শুধু রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর ঋণেই বড় অনিয়ম হতো। তাই ঋণখেলাপি ব্যাংকের তালিকায় ওপরের দিকে থাকত এসব ব্যাংকের নাম। এখন পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। বেসরকারি খাতের বেশ কিছু ব্যাংকের ঋণে বড় ধরনের অনিয়ম হচ্ছে। এসব ঋণ আদায়ও করা যাচ্ছে না। পুনঃ তফসিল করলেও তা আবার খেলাপি হয়ে পড়ছে। ফলে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে যেসব ব্যাংকের খেলাপি ঋণ বেশি বেড়েছে, তার বেশির ভাগই বেসরকারি খাতের।

গত জুন শেষে রাষ্ট্রমালিকানাধীন ছয় ব্যাংকের খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫৩ হাজার ৭৪৫ কোটি টাকা। আর বেসরকারি খাতের ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণ বেড়ে হয়েছে ৫১ হাজার ৯২৪ কোটি টাকা।

অর্থাভাবে ছেলের চিকিৎসা না করাতে পেরে মায়ের আত্মহত্যা

সেপ্টেম্বর ১, ২০১৯, বাংলা ট্রিবিউন

নীলফামারীর সৈয়দপুরে অর্থাভাবে ক্যান্সারে আক্রান্ত ছেলের চিকিৎসা করাতে না পারায় সাবিনা বেগম (৪৫) নামে এক নারী বিষপানে আত্মহত্যা করেছেন।

রবিবার (১ সেপ্টেম্বর) ভোরে এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে বলে নিশ্চিত করেছেন সৈয়দপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহজাহান পাশা। সাবিনা বেগম উপজেলার খাতামধুপুর ইউনিয়নের খামাতপাড়া এলাকার মনোয়ার হোসেনের স্ত্রী।

হল-মার্ককে এবার সুবিধা দিতে চায় সরকার

৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৯, প্রথম আলো

ঋণখেলাপিদের পরে এবার জালিয়াতি করে ব্যাংকের অর্থ আত্মসাৎকারীদেরও বিশেষ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। এই তালিকায় প্রথম নাম হচ্ছে বহুল আলোচিত-সমালোচিত হল-মার্ক গ্রুপ। সরকার এই ব্যবসায়ী গ্রুপকে ব্যবসায় করার সুযোগ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। সম্প্রতি সরকারের নির্দেশে বাংলাদেশ ব্যাংক এককালীন ২ শতাংশ নগদ জমা এবং ১০ বছরে বাকি টাকা পরিশোধ করে খেলাপি ঋণ নিয়মিত করার প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। বলা হয়েছিল, কেবল অনিচ্ছাকৃত খেলাপিরা এই সুযোগ পাবেন, ইচ্ছাকৃতরা নন। অথচ এই প্রজ্ঞাপনের আওতায় সুযোগ পাচ্ছে হল-মার্কের মতো প্রতিষ্ঠান, যাদের বিরুদ্ধে জালিয়াতি করে অর্থ আত্মসাতের মামলা চলমান।

টাকার খোঁজে সরকার

১২ সেপ্টেম্বর ২০১৯, প্রথম আলো

খরচ সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে সরকার। ব্যয়ের খাত কেবল বড়ই হচ্ছে, অথচ আয়ে আছে বড় ঘাটতি। ব্যয়ের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ নেই সরকারের কাছে। বরং টাকার সংকটে আছে সরকার।

সরকার পরিচালনার খরচ বেড়েছে। বাড়ানো হয়েছে সরকারি কর্মচারীদের বেতন-ভাতা। বাজেট ঘাটতি মেটাতে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে বিপুল পরিমাণ ঋণ নেওয়ায় সুদ পরিশোধ ব্যয়সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আকার বাড়ছে উন্নয়ন ব্যয়ের। আরও আছে বড় প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারের বিপুল আগ্রহ।

সব মিলিয়ে সরকারের ব্যয়ের তালিকা দীর্ঘ। কিন্তু রাজস্ব আয়ের বাইরে

সরকারের জন্য অর্থের উৎস হচ্ছে ঋণ নেওয়া। আর এই ঋণ এখন অত্যন্ত ব্যয়বহুল। ফলে সরকার অর্থ সংস্থানের নানা উপায় খুঁজছে। যেমন স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার অলস অর্থ নিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন, মহাসড়ক থেকে টোল আদায়, টেলিকম কোম্পানির কাছ থেকে চাপ দিয়ে অর্থ আদায় ইত্যাদি। সরকার এখন যেকোনোভাবে অর্থ পেতে যে মরিয়া, এটি তারই প্রমাণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

১০ বছরে নতুন কোটিপতি ৫৬ হাজার

অক্টোবর ০৪, ২০১৯, বাংলা ট্রিবিউন

দেশে কোটিপতির তালিকায় প্রতিবছরই গড়ে সাড়ে ৫ হাজার ব্যক্তি নতুন করে যুক্ত হচ্ছেন। চলতি বছরের মার্চ মাস শেষে ব্যাংক খাতে কোটিপতি আমানতকারীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭৬ হাজার ২৮৬ জন। দশ বছর আগে অর্থাৎ ২০০৯ সালের মার্চ শেষে ব্যাংক খাতে কোটিপতি আমানতকারী ছিলেন ১৯ হাজার ৬৩৬ জন। এই হিসাবে গত দশ বছরে ৫৬ হাজার ৬৫০ জন ব্যক্তি নতুন করে কোটিপতির তালিকায় নাম লিখিয়েছেন। তারা প্রত্যেকে এক কোটি টাকারও বেশি পরিমাণ অর্থ দেশের বিভিন্ন ব্যাংকে জমা রেখেছেন। সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের এক প্রতিবেদনে এই তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

রাজধানীতে ৪৫০ কোটি টাকার ময়লা-বাণিজ্য

১৩ অক্টোবর ২০১৯, প্রথম আলো

রাজধানীতে বাসাবাড়ি ও রেস্তোরাঁর বর্জ্য সংগ্রহ নিয়ে গড়ে উঠেছে অর্থ লুটপাটের বিশেষ চক্র। রাজধানীবাসীকে জিম্মি করে বছরে অন্তত ৪৫০ কোটি টাকার ময়লা-বাণিজ্য করছেন ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মী ও স্থানীয় কাউন্সিলরের লোকজন। এঁদের ওপর দুই সিটি করপোরেশনের কোনো ধরনের নিয়ন্ত্রণ নেই।

কিন্তু চট্টগ্রাম ও রাজশাহী সিটি করপোরেশন নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সরাসরি বাসাবাড়ি থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করে। এ জন্য নগরবাসীকে আলাদা কোনো টাকা দিতে হয় না।

রাজধানীতে প্রতিটি বাসা বা ফ্ল্যাটের জন্য সিটি করপোরেশন নির্ধারিত মাসিক ৩০ টাকার অনেক গুণ বেশি আদায় করছেন ক্ষমতাসীন দলের নেতা কর্মীরা। তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনো ধরনের রসিদ দেন না। সংগ্রহ করা টাকার কোনো অংশ সিটি করপোরেশন পায় না। লাভজনক ব্যবসা হওয়ায় জোর খাটিয়ে ময়লা সংগ্রহের কাজ এবং এলাকা দখলের মতো ঘটনাও ঘটছে।

তৈরি পোশাক রফতানির বিপুল অর্থ দেশে আসছে না

অক্টোবর ১৩, ২০১৯, বণিক বার্তা

বাংলাদেশের পোশাক পণ্য রফতানি বার্ষিক ৩ হাজার কোটি ডলার ছাড়িয়েছে। তবে রফতানির বিপুল অর্থ দেশে আসছে না। ব্যাংকার ও রফতানি সংশিষ্টদের মতে, রফতানি ও প্রাপ্ত অর্থের মধ্যে সর্বোচ্চ ৫ শতাংশ ব্যবধান থাকতে পারে। যদিও তা গড়ে প্রায় ১৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। গত অর্থবছরও রফতানি ও এর বিপরীতে অর্থপ্রাপ্তির ব্যবধান ছিল ১৬ শতাংশ।

ইপিবির পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০১০-১১ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত নয় বছরে দেশ থেকে সর্বমোট পোশাক রফতানি হয়েছে ২২ হাজার ৯৪৯ কোটি ডলারের। এর মধ্যে রফতানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের (ইপিজেড) কারখানা থেকে রফতানির পরিমাণ ২ হাজার ৮০১ কোটি ডলারের। এ হিসাবে ইপিজেডের বাইরের কারখানা থেকে সর্বশেষ নয় বছরে পোশাক রফতানি হয়েছে ২০ হাজার ১৪৮ কোটি ডলারের। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, এ পরিমাণ রফতানির বিপরীতে অর্থ এসেছে প্রায় ১৭ হাজার ৩৫৯ কোটি ডলার। অর্থাৎ গত নয় বছরে ইপিজেডের বাইরের কারখানা থেকে পোশাক রফতানি ও অর্থপ্রাপ্তির মধ্যে ব্যবধান ২ হাজার ৭৮৮ কোটি ডলার।

সবচেয়ে গরিবের চেয়ে সবচেয়ে ধনীর আয় ১১৯ গুণ

১৭ অক্টোবর ২০১৯, প্রথম আলো

বাংলাদেশের সবচেয়ে গরিব প্রায় পৌনে ২০ লাখ পরিবারের প্রতি মাসের গড় আয় মাত্র ৭৪৬ টাকা। তারা দেশের সবচেয়ে গরিব ৫ শতাংশ পরিবার। একইভাবে সবচেয়ে ধনী ৫ শতাংশ পরিবারের মাসিক আয় লাখের কাছাকাছি। দেশের সবচেয়ে ধনী ১৯ লাখ ৬৫ হাজার পরিবারের মাসিক গড় আয় ৮৯ হাজার টাকা। তার মানে, দেশের সবচেয়ে হতদরিদ্র পরিবারের চেয়ে সবচেয়ে ধনীরা প্রায় ১১৯ গুণ বেশি আয় করে।

২০১৬ সালের খানা আয় ও ব্যয় জরিপের চূড়ান্ত প্রতিবেদনে এই চিত্র উঠে এসেছে। ২০১৮ সালে প্রতিবেদনটির প্রাথমিক তথ্য প্রকাশ করে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)। আর গত ২৪ সেপ্টেম্বরে ওই প্রতিবেদনের বিস্তারিত তথ্য-উপাত্ত প্রকাশ করা হয়।

অধিকাংশ বিত্তশালীই দ্বিতীয় দেশে ঠিকানা গড়ছেন

১৭ অক্টোবর ২০১৯, বণিক বার্তা

নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করলেই বিদেশীদের স্থায়ী বসবাসের সুযোগ দিচ্ছে বিভিন্ন দেশ। এ সুযোগ নিচ্ছেন বাংলাদেশের অধিকাংশ বিত্তশালী। বিনিয়োগকারী হিসেবে স্থায়ীভাবে বসবাসের লক্ষ্যে মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, হংকং, থাইল্যান্ড, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশে ঠিকানা গড়ছেন তারা।

কানাডার ইমিগ্রেশন অ্যান্ড রিফিউজি বোর্ডের তথ্য বলছে, ২০০৭ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত ১০ বছরে কানাডায় নাগরিকত্ব পেয়েছেন মোট ৩০ হাজার ৫৪৪ জন বাংলাদেশী। তাদের বড় অংশই নাগরিকত্ব পেয়েছেন বিজনেস বা বিনিয়োগ ক্যাটাগরিতে।

যুক্তরাজ্যের অভিবাসন বিভাগের সর্বশেষ পরিসংখ্যান বলছে, চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে ২৫৫ জন 'গোল্ডেন ভিসা' নামে পরিচিত বিনিয়োগ ভিসায় যুক্তরাজ্যে বসতি গড়েছেন।

মালয়েশিয়ায় দ্বিতীয় নিবাস গড়ার কর্মসূচি 'মালয়েশিয়া মাই সেকেন্ড হোম (এমএম২এইচ)' প্রকল্পে অংশ নেয়া সব দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয়। গত বছর পর্যন্ত এমএম২এইচ প্রকল্পে অংশ নিয়েছেন মোট ৪ হাজার ১৩৫ জন বাংলাদেশী। এরই মধ্যে মালয়েশিয়ায় বাড়ি কিনেছেন ২৫০ জন বাংলাদেশী। মালয়েশিয়ায় বাড়ি কেনার ক্ষেত্রে চীন ও যুক্তরাজ্যের নাগরিকদের পরই আছেন বাংলাদেশীরা।

দুর্নীতি

চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারের 'দেয়ালও টাকা খায়'

২৩ আগস্ট ২০১৯, প্রথম আলো

দোকানে একটি শিঙাড়ার দাম সাধারণত পাঁচ থেকে দশ টাকা। কিন্তু চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারের ক্যানটিনে বন্দীরা একটি শিঙাড়া খান ৬০ টাকায়। বিভিন্ন পণ্য, চিকিৎসা ও ঘুমানোর জায়গা পেতে ঘাটে ঘাটে টাকা দিতে হয় বন্দীদের। টাকায় মেলে 'বিশেষ' সাক্ষাৎও। বন্দী ও স্বজনদের ভাষ্য, কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের টাকা তৈরির যন্ত্রে পরিণত হয়েছে এটি। কারাগারের দেয়ালও যেন টাকা খায়।

প্রথম আলোর অনুসন্ধানে জানা গেছে, কারা ক্যানটিনে বন্দীরা একটি পেঁয়াজ ২০ টাকা, সিগারেট ৬০ টাকায় কেনেন। ছয় গুণ বাড়তি দাম হওয়ায় ক্যানটিন থেকে 'আয়'৭ লাখ টাকা। 'সাক্ষাৎ বাণিজ্য' থেকে আসে সাড়ে ২২ লাখ টাকা। একজন বন্দীর স্বজনকে 'অফিস সাক্ষাতের' জন্য দিতে হয় দেড় হাজার টাকা। এ রকম সাক্ষাৎ দৈনিক অর্ধশতের বেশি। কারা হাসপাতালে নিচে ঘুমালে ৬ হাজার, ওপরে ঘুমালে ১২ হাজার টাকা করে দিতে হয়। 'বিশেষ' ওয়ার্ডে থাকতে মাসে একজনের লাগে ১০ থেকে ১২ হাজার টাকা। বন্দীর কাছ থেকে এসব খাতে মাসে আসে ২০ লাখ। তিনটি খাতে মাসে কারা কর্মকর্তা কর্মচারীদের 'আয়' ৪৯ লাখ টাকা। তবে এটি বাড়ে কমে। ১ হাজার ৮৫৩ বন্দীর ধারণ ক্ষমতার এই কারাগারে বন্দী থাকেন গড়ে ৯ হাজার।

সাড়ে ৫ হাজার টাকা দামের একটি বই স্বাস্থ্য অধিদফতর কিনেছে ৮৫,৫০০ টাকায়!

আগস্ট ৩০, ২০১৯, বাংলা ট্রিবিউন

সার্জারির ছাত্র ও শিক্ষানবিশদের টেক্সট বই 'প্রিন্সিপাল অ্যান্ড প্র্যাকটিস অব সার্জারি'। গোপালগঞ্জের শেখ সায়েরা খাতুন মেডিক্যাল কলেজের জন্য এই বইয়ের ১০টি কপি কিনেছে স্বাস্থ্য অধিদফতর। বইটির বাজার মূল্য সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা হলেও স্বাস্থ্য অধিদফতর প্রতিটি বই কিনেছে ৮৫ হাজার ৫০০ টাকা করে। সেই হিসাবে ১০ কপি বইয়ের মোট দাম পরিশোধ করা হয়েছে ৮ লাখ

৫৫ হাজার টাকা। অর্থাৎ, বাজার দামের তুলনায় ৮ লাখ টাকা বেশি খরচ করে এ বই কিনেছে স্বাস্থ্য অধিদফতর।

সংশিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, শুধু এই একটি আইটেমের বই-ই নয়, দুটি টেন্ডারে ৪৭৯টি আইটেমের ৭ হাজার ৯৫০টি বই কিনেছে স্বাস্থ্য অধিদফতর। এসব বইয়ের মূল্য বাবদ পরিশোধ করা হয়েছে ৬ কোটি ৮৯ লাখ ৩৪ হাজার ২৪৩ টাকা। এ বছরের ১৯ জুন টেন্ডার দুটির ওয়ার্ক অর্ডার পেয়েছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান হাক্কানী পাবলিশার্স। তারাই বাজার থেকে বইগুলো কিনে স্বাস্থ্য অধিদফতরকে সরবরাহ করেছে।

লুটপাটে ডুবল ৩৮শ কোটি টাকার প্রকল্প

২ সেপ্টেম্বর, ২০১৯, বাংলাদেশ প্রতিদিন

মুন্সীগঞ্জের যশলদিয়া থেকে পদ্মার পানি পরিশোধন করে ঢাকায় সরবরাহের প্রকল্প শেষ হয়েছে আট মাস আগে। কিন্তু এখনো তা চালু হয়নি। সম্প্রতি পরীক্ষামূলকভাবে একবার চালু করা হলেও পাঁচ মিনিটেই পানির পাইপ ফেটে ভেস্তে গেছে পুরো প্রকল্প। কম পুরুত্বের নিম্নমানের পাইপ ব্যবহারে এ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। ব্যবহৃত পাইপ বুয়েটে পরীক্ষা করা হয়নি। এভাবেই লুটপাট এবং অনিয়মে ডুবতে বসেছে ওয়াসার ৩ হাজার ৮০০ কোটি টাকার এই প্রকল্প।

পর্দার দাম ৩৭ লাখ টাকা! : দুর্নীতিতে রূপপুরকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন ফরিদপুর

৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯, ভোরের কাগজ

রূপপুরের বালিশকা-কে হার মানিয়ে এবার বিস্ময়কর দুর্নীতির নতুন নজির সৃষ্টি করেছে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগসাজশে ওই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ একজন রোগীকে আড়াল করার পর্দা কিনেছে সাড়ে ৩৭ লাখ টাকায়। শুধু তাই নয়, ৩ থেকে ৫ হাজার টাকা মূল্যের একটি হেডকার্ডিয়াক স্টেথোসকোপের দাম দেখানো হয়েছে ১ লাখ ১২ হাজার ৫০০ টাকা। এ রকম ১৬৬টি যন্ত্র ক্রয়ে ৪১ কোটি ১৩ লাখ ৭০ হাজার টাকা অনিয়মের প্রমাণ পেয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।

৮৬ কোটি টাকার লোভ কাল হলো ছাত্রলীগের দুই শীর্ষ নেতার

১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৯, ইত্তেফাক

৮৬ কোটি টাকার লোভই কাল হলো ছাত্রলীগের সভাপতি রেজওয়ানুল হক চৌধুরী শোভন ও সাধারণ সম্পাদক গোলাম রাব্বানীর। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য ১ হাজার ৪৪৫ কোটি ৩৬ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। নির্বিঘ্নে মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ঈদুল আজহার আগে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ টেন্ডার কমিটির কাছ থেকে দুই কোটি টাকা নেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। সেখান থেকে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগকে এক কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে বলেও জানা গেছে। তবে পুরো প্রকল্প থেকে ছয় ভাগ চাঁদা দাবি করেন শোভন-রাব্বানী।

৮ আগস্ট রাতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ফারজানা ইসলামের সঙ্গে তার বাসভবনে দেখা করে এই চাঁদা চান দুই নেতা। উন্নয়ন প্রকল্পের টেন্ডার পেয়েছে এমন কোম্পানির কাছ থেকে ভিসিকে টাকার ব্যবস্থা করে দিতে বলেন তারা। কিন্তু ভাইস চ্যান্সেলর তাতে রাজি না হওয়ায় তার সঙ্গে দুই নেতা রূঢ় আচরণ করেন। পরে বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অবহিত করেন ভিসি। এতে চরম ক্ষিপ্ত হয়ে ছাত্রলীগের কমিটি ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন শেখ হাসিনা।

পিয়ন থেকে যুবলীগের দপ্তর সম্পাদক

২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯, প্রথম আলো

কেন্দ্রীয় যুবলীগের কার্যালয়ে পিয়ন হিসেবে যোগ দেন ২০০৫ সালে। বেতন ছিল মাসে ৫ হাজার টাকার মতো। প্রায় সাত বছর পর বনে যান কেন্দ্রীয় যুবলীগের দপ্তর সম্পাদক। তিনি এখন একাধিক গাড়ি-বাড়ি, ফ্ল্যাট ও জমির মালিক। সংগঠনের চেয়ারম্যান ওমর ফারুক চৌধুরীর আনুকূল্যে রাতারাতি জীবনধারা বদলে যাওয়া যুবলীগের আলোচিত এই নেতার নাম কাজী আনিসুর রহমান।

ভল্টে টাকার জায়গা হতো না, তাই সোনা কিনতেন আ.লীগ নেতা এনামুল

২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯, প্রথম আলো

ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের শেয়ারহোল্ডার এনামুল হক ক্লাব থেকে পাওয়া টাকা বাসায় এনে রাখতেন। সূত্রাপুরের বানিয়ানগরের নিজ বাড়িতে তিনি টাকা রাখার জন্য ভল্ট বানিয়েছেন। তবে সেখানেও টাকা রাখার জায়গা হতো না। তাই টাকা দিয়ে স্বর্ণালংকার কিনতেন। এনামুল হক স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা। র‍্যাব তাঁর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ১ কোটি ৫ লাখ টাকা ও ৭২০ ভরি স্বর্ণালংকার উদ্ধার করে।

জিকে শামীমের বিনিয়োগে পাহাড়ে জমি দখল করে রিসোর্ট!

সেপ্টেম্বর ২৫, ২০১৯, ঢাকা ট্রিবিউন বাংলা

বান্দরবান সদর উপজেলার পর্যটন স্থান হিসেবে খ্যাত মিলনছড়িতে পাহাড়ের জমি দখল করে নির্মানাধীন বিলাসবহুল সিলভান ওয়াই রিসোর্ট অ্যান্ড স্পা'তে কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগের অভিযোগ উঠেছে যুবলীগ নেতা এস এম গোলাম কিবরিয়া শামীমের বিরুদ্ধে।

জানা গেছে, প্রায় ২০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের টার্গেট নিয়ে পাহাড়ের জমি দখল করে ১০০ একর পাহাড়ি এলাকাজুড়ে বিলাসবহুল এই রিসোর্টটি তৈরি করা হচ্ছে। রিসোর্টটির মালিকানায় আটজন অংশীদারের মধ্যে জিকে শামীম একজন।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, রিসোর্ট কর্তৃপক্ষ সেখানে কমপক্ষে ১০০ একর জমি জবরদখল করেছে।

হুইপের বিরুদ্ধে ১৮০ কোটি টাকা আয়ের অভিযোগ আনা সেই পুলিশ পরিদর্শক বরখাস্ত

২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৯, বাংলাদেশ প্রতিদিন

হুইপের বিরুদ্ধে ১৮০ কোটি টাকা আয়ের অভিযোগ আনা সেই পুলিশ পরিদর্শক সাইফুল আমিনকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার এআইজি (পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট-২) এর পক্ষে এআইজি (পিআইও-১) আনোয়ার হোসেন খান স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এই আদেশ দেয়া হয়।

মাত্র তিন বছরেই ৩০টি বাড়ির মালিক আওয়ামী লীগ নেতা এনু!

২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৯, বাংলাদেশ প্রতিদিন

এনামুল হক এনু। তিনি পুরান ঢাকার গেন্ডারিয়া থানা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি। তার ভাই রুপন ভূঁইয়া। তিনি একই কমিটির যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক। এই দুই ভাইয়ের আরেক পরিচয় রয়েছে। তারা কাউন্সিলর এ কে এম মমিনুল হক সাঈদ ওরফে ক্যাসিনো সাঈদের ব্যবসায়িক পার্টনার। ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের ক্যাসিনোর অংশীদার। থানা পর্যায়ের আওয়ামী লীগের এই দুই নেতার টাকা রাখার জায়গা নেই। তাদের টাকায় ঠাসা একে একে পাঁচটি ভল্ট খুঁজে পেয়েছে র‍্যাব। আরও একটি ভল্টে মিলেছে স্বর্ণালঙ্কার। অত্যাধুনিক অস্ত্র আর গোলাবারুদও উদ্ধার হয়েছে তাদের বাসা থেকে। শুধু তা-ই নয়, র‍্যাব ঢাকাতেই এনামুলের ১৫টি বাড়ির সন্ধান পেয়েছে। এনামুলের আরও অন্তত ৩০টি বাড়ি রয়েছে বলে তাদের কাছে সংবাদ রয়েছে। স্থানীয়রা বলেছেন, আগে এই দুই ভাই ক্যাসিনোর খেলোয়াড় ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তারা নিজেরাই মালিক বনে যান ক্যাসিনোর। যেন আলাদিনের চেরাগ চলে আসে হাতে। মাত্র তিন বছরেই হু হু করে বাড়তে থাকে তাদের বিত্তবৈভব। ঢাকায় একে একে বাড়ি কিনতে থাকেন তারা। মাত্র তিন বছরে এনামুল হক এনু ৩০টি বাড়ি মালিক বনে গেছেন।

মন্ত্রী-এমপিসহ অনেকেই পেতেন জুয়ার টাকা!

২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৯, ইত্তেফাক

রাজধানীর টেন্ডারবাজি ও ক্যাসিনো সাম্রাজ্যের তিন মূর্তিমান আতঙ্ক জি কে শামীম, খালেদ ও কালা ফিরোজকে মুখোমুখি করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে র‍্যাব। জিজ্ঞাসাবাদে অনেক নতুন তথ্য মিলেছে। ক্যাসিনো ও টেন্ডারবাজি করে তারা কত কোটি টাকার মালিক হয়েছেন- সে বিষয়ে একটা তালিকা করা হচ্ছে। টেন্ডারবাজি ও ক্যাসিনোর টাকার কমিশন কারা পেতেন- সে বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদে তারা অনেকের নাম বলেছেন। কমিশন নেওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে বেশকিছু সাবেক ও বর্তমান মন্ত্রী-এমপির নাম রয়েছে।

সরকারি চাকরি আইন: গ্রেপ্তার প্রশ্নে ছাড় পেলেন সরকারি চাকরিজীবীরা

২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯, প্রথম আলো

সরকারি দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে স্থানীয় থেকে জাতীয় পর্যায়ের একজন জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা হলেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা যাবে। কিন্তু মঙ্গলবার থেকে কার্যকর হতে যাওয়া সরকারি চাকরি আইনে একই ধরনের অপরাধে মামলার আসামি হওয়া কর্মকর্তা-কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করতে চাইলে সরকার বা নিয়োগ কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি লাগবে।

পানি বিক্রেতা থেকে শত কোটি টাকার মালিক সাঈদ

১ অক্টোবর, ২০১৯, দেশ রূপান্তর

মাত্র দেড় দশকে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) ওয়ার্ড কাউন্সিলর কে এম মমিনুল হক সাঈদের বিস্ময়কর উত্থান। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর থেকে বঙ্গভবনের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী মামার হাত ধরে ২০০২ সালে ঢাকায় আসেন তিনি। ফুটপাতের দোকানে মায়ের সঙ্গে ভাত ও দোকানে দোকানে পানি বিক্রি করে তার জীবন শুরু। মায়ের দ্বিতীয় বিয়ের পর তিনি শুরু করেন চোরাই তেলের কারবার। এখন তিনি শতকোটি টাকার মালিক। শুধু মতিঝিলের ক্লাবপাড়া থেকেই প্রতিদিন তার আয় ছিল ২০ লাখ টাকারও বেশি। এছাড়া ক্যাসিনো-জুয়ার আসর চালানো, ফুটপাতে চাঁদাবাজি, ফ্ল্যাট, দোকান, মার্কেটসহ বিভিন্ন স্থাপনা দখল, টর্চার সেলে ধরে নিয়ে নির্যাতনসহ তার বিরুদ্ধে রয়েছে নানা অভিযোগ।

এবার বালিশ ২৭,৭২০ কাভার ২৮,০০০

২ অক্টোবর, ২০১৯, দেশ রূপান্তর

উন্নয়নে বালিশ দুর্নীতি যেন পিছু ছাড়ছে না। পাবনার রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের পর চট্টগ্রামে নতুন মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনেও যেন বালিশের ভূত ভর করেছে। প্রকল্পের কাজ শুরুর আগেই পাওয়া গেছে দুর্নীতির 'নীলনকশা'। দেশের দ্বিতীয় এ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনায় (ডিপিপি) ৭৫০ টাকার বালিশ ক্রয়ে ব্যয় প্রস্তাব করা হয়েছে ২৭ হাজার ৭২০ টাকা, আর বালিশের কাভারের দাম ধরা হয়েছে ২৮ হাজার টাকা, যার বাজার মূল্য ৫০০ টাকা। এমন আরও অনেক অসঙ্গতি রয়েছে ডিপিপিতে। এর মধ্যে মাত্র ২০ টাকার হ্যান্ড গাভসের দাম ধরা হয়েছে ৩৫ হাজার টাকা, আর ১৫ টাকার টেস্ট টিউবের দাম ধরা হয়েছে ৫৬ হাজার টাকা। যাচাই করা হয়নি প্রকল্পের সম্ভাব্যতাও। সম্প্রতি পরিকল্পনা কমিশনে এ প্রকল্পের মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভা হয়েছে। সভায় এসব অস্বাভাবিক ব্যয় প্রস্তাব নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে স্বাস্থ্য বিভাগের কাছে ব্যাখ্যাও চাওয়া হয়েছে।

ডেঙ্গু

ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা সাড়ে তিন লাখ ছাড়িয়েছে

২৩ জুলাই ২০১৯, প্রথম আলো

ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্তের সংখ্যা এরই মধ্যে সাড়ে তিন লাখ ছাড়িয়ে গেছে। আগামী মাসে বা ভরা মৌসুমে পরিস্থিতির আরও অবনতির আশঙ্কা রয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগনিয়ন্ত্রণ শাখার তথ্য বিশেষণ করে আক্রান্তের এই অনুমিত সংখ্যা পাওয়া গেছে।

গত কয়েক বছরে ডেঙ্গুর প্রকোপ ও হাসপাতালে চিকিৎসা নেওয়া রোগীর তথ্য বিশেষণ করে সরকারি দপ্তরটি বলছে, ডেঙ্গুতে আক্রান্ত সব রোগী সরকারি নজরদারির মধ্যে নেই। চিকিৎসা নিতে আসা মাত্র ২ শতাংশ রোগী সরকারি নজরদারির মধ্যে পড়ে। ৯৮ শতাংশের কোনো তথ্য থাকে না। আবার আক্রান্তদের মধ্যে ৮৫ শতাংশই চিকিৎসা নেয় না। এই অনুমিত হিসাব তৈরিতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে সহায়তা করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

ঠাঁই নেই হাসপাতালে

২৫ জুলাই ২০১৯ সমকাল

সরকারি-বেসরকারি সব হাসপাতাল রোগীর চাপ সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে। স্বাস্থ্য অধিপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশনস সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমের তথ্য পর্যালোচনা করে এ বক্তব্যের সত্যতা পাওয়া গেছে। চলতি বছরের মধ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় সবচেয়ে বেশি মানুষ ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছে। গতকাল বুধবার বিকেল ৫টা পর্যন্ত ৫৬০ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছেন। আগে সংখ্যায় হ্রাস-বৃদ্ধি হলেও গত ১৯ জুলাই থেকে গতকাল পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা প্রতিদিনই বেড়েছে। ১৯ জুলাই থেকে পর্যায়ক্রমে ২৬৯, ৩০৮, ৩১৯, ৪০৩, ৪৭৩ ও ৫৬০ জন আক্রান্ত হয়েছে। এ হিসাবে প্রতি ঘণ্টায় ১৭ জন আক্রান্ত হচ্ছে।

২২ ঘণ্টায় বিল ১ লাখ ৮৬ হাজার টাকা!

জুলাই ২৭, ২০১৯, বাংলা ট্রিবিউন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগের শিক্ষার্থী ফিরোজ কবীর স্বাধীনকে রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে ভর্তির পর ২২ ঘণ্টারও কম সময়ে বিল এসেছে ১ লাখ ৮৬ হাজার ৪৭৪ টাকা। এত কম সময়ে কী করে এত টাকা বিল হলো, তা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন ফিরোজের পরিবারসহ তার সহপাঠীরা। বিল নিয়ে কথা বলতে গেলে কয়েক জায়গায় ঘুরিয়েও কোনও তথ্য দিতে পারেনি স্কয়ার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

ডেঙ্গুর চিকিৎসা খরচে দিশাহারা রোগীরা

২৮ জুলাই, ২০১৯, কালের কণ্ঠ

... হাসপাতাল ঘুরে ডেঙ্গু আক্রান্তদের মধ্যে বেশির ভাগই পাওয়া যায় নিম্ন আয়ের মানুষ। সরকারি হাসপাতালে সরকারি কিছু ওষুধ এবং বিনা মূল্যে সিট ভাড়া সুবিধার সঙ্গে নিজেদের পকেট থেকে ডেঙ্গু চিকিৎসায় চলে যাচ্ছে দিনে এক-দেড় হাজার টাকা। বেশির ভাগ পরীক্ষাই করিয়ে আনতে হচ্ছে হাসপাতালের বাইরে থেকে। কোনো কোনো রোগীর ডেঙ্গুর সঙ্গে দেখা দিয়েছে টাইফয়েডসহ অন্যান্য জটিলতা। ফলে তাদের চিকিৎসা ব্যয়ও বাড়ছে।

ডেঙ্গু নিয়ে আগেই সতর্ক করেছিল স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

২৯ জুলাই, ২০১৯, দেশ রূপান্তর

এডিস মশার প্রাদুর্ভাব ও ডেঙ্গুর প্রকোপ বিষয়ে সিটি করপোরেশনসহ সংশিষ্টদের আগেই সতর্ক করেছিল বলে জানালো স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

সোমবার মহাখালীতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সভাকক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে অধিদপ্তরের রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখার পরিচালক ডা. সানিয়া তাহমিনা ঝরা বলেন, প্রাণঘাতি এ রোগ যে ঢাকার বাইরেও ছড়াতে পারে, সেই আশঙ্কার কথাও তারা আগেই জানিয়েছিলেন।

পরিবার নিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী গেলেন মালয়েশিয়া

৩১ জুলাই ২০১৯ বাংলাদেশ প্রতিদিন

ঢাকাসহ সারা দেশে ডেঙ্গু এখন মহামারী আকার ধারণ করেছে। স্বাস্থ্য বিভাগের সংশিষ্ট কর্মকর্তাদের ঈদের ছুটিও সরকার বাতিল করেছে। অথচ দেশে নেই স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক। জানা গেছে, তিনি বর্তমানে সপরিবারে মালয়েশিয়ায় অবস্থান করছেন।

ডেঙ্গু নিয়েও সিন্ডিকেট

০৩ আগস্ট ২০১৯, সমকাল

ডেঙ্গু পরীক্ষার কিট নিয়েও চলছে অনৈতিক বাণিজ্য। এর সঙ্গে যুক্ত অসাধু ব্যবসায়ীদের একটি সিন্ডিকেট। পরিস্থিতির ভয়াবহতার সুযোগ নিয়ে ওই অসাধু ব্যবসায়ীরা ডেঙ্গু পরীক্ষার কিট দ্বিগুণ মূল্যে বিক্রি করছেন। ১৫০ থেকে ১৮০ টাকা মূল্যের কিট বাজারে বিক্রি হচ্ছে এখন ৪৫০ থেকে ৫০০ টাকা। বাজারে কিটের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে তারা কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন। সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, আমদানিকারক ও ব্যবসায়ীরা মিলেমিশে এই সিন্ডিকেট বাণিজ্যের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

১০ সংস্থার হেলাফেলায় ঢাকায় বেড়েছে এডিস

০৮ আগস্ট ২০১৯, সমকাল

রাজধানী ঢাকায় ডেঙ্গু জ্বর মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়ার পেছনে কেবল ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনই দায়ী নয়, রাজধানীর আরও অন্তত আটটি সেবা সংস্থাও দায়ী। তাদের উদাসীনতা, দায়িত্বে অবহেলা আর হেলাফেলার কারণেই রাজধানীতে এডিস মশার এই বাড়বাড়ন্ত। এসব সংস্থা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করলে সিটি করপোরেশনের সীমাহীন ব্যর্থতার পরও ডেঙ্গুর দৌরাত্ম্য এত ভয়াবহ আকারে দেখা দিত না। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠান এডিস মশা প্রতিরোধে অতীতের মতো এখনও কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখছে না। এমনকি এ ক্ষেত্রে তাদের কিছু করণীয় আছে বলেও মনে করে না তারা। দুই সিটি করপোরেশনের পাশাপাশি উদাসীনতা দেখানো এসব সংস্থার মধ্যে রয়েছে ঢাকা ওয়াসা, জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ, গণপূর্ত অধিদপ্তর, রাজউক, রিহ্যাব, সড়ক বিভাগ, তিতাস ও

বিটিসিএল ।

ডেঙ্গুতে মৃত্যু নিয়ে কেন এই লুকোচুরি

০৯ আগস্ট ২০১৯, সমকাল

ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে এ পর্যন্ত কতজনের মৃত্যু হয়েছে, তার হিসাব খোদ স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছেও নেই । অন্যদিকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর গতকাল বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ২৯ জনের মৃত্যু নিশ্চিত করেছে । বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী গতকাল পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মৃত্যুর সংখ্যা ৯৩ জন । আবার বিভিন্ন গণমাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন মৃতের সংখ্যাও প্রকাশ পাচ্ছে । কোনো কোনো গণমাধ্যম বলছে ১১০ জনের কথা, কোনোটি আবার বলছে ১২০ জনের কথা । এতে করে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছে । সাধারণ মানুষের মধ্যেও ক্ষোভ বাড়ছে । প্রশ্ন জাগছে, ডেঙ্গু আক্রান্ত মৃতের সঠিক সংখ্যা প্রকাশে বাধা কোথায়?

সরকারের জাতীয় রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা সংস্থা (আইইডিসিআর) মৃত্যুর হিসাব নিশ্চিত করে থাকে । গত জুলাই মাসে এ লক্ষ্যে আট সদস্যের একটি পর্যালোচনা কমিটিও গঠন করা হয় । সেই কমিটি গতকাল বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ২৯ জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে । মৃত্যু পর্যালোচনা কমিটির এ কার্যক্রম নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ।

ডেঙ্গুতে এ পর্যন্ত ২০৩ জনের মৃত্যু

১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৯, ইত্তেফাক

হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী ভর্তি কমলেও মৃত্যু থামছে না । চলতি বছর এ পর্যন্ত রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে (আইইডিসিআর) ডেঙ্গু সন্দেহে ২০৩ জনের মৃত্যুর তথ্য এসেছে । তন্মধ্যে আইইডিসিআর ১০১টি মৃত্যু পর্যালোচনা করে ৬০ জনের মৃত্যু ডেঙ্গুজনিত বলে নিশ্চিত হয়েছে । বেসরকারি হিসাবে মৃত্যুর সংখ্যা আরো অনেক । এদিকে চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে গতকাল পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৮০ হাজার ৪০ জন । একই সময়ে হাসপাতাল থেকে সেবা নিয়ে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৭৬ হাজার ৯৩৭ জন ।

চলতি বছর ডেঙ্গুর প্রকোপে চিকিৎসা ব্যয়েই প্রায় ৩৪৬ কোটি টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে । হাসপাতাল ভেদে একেক জন রোগী খরচ করেছেন প্রায় ১১ হাজার থেকে ২ লাখ টাকা পর্যন্ত । বিভিন্ন শ্রেণির ১২টি হাসপাতালের রোগীদের তথ্য পর্যবেক্ষণ করে এ গবেষণাটি প্রকাশ করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউট ।

নির্বাচন ও গণতন্ত্র

বক্তৃতার নামে সিইসি, কমিশনার, সচিবদের পকেটে দুই কোটি টাকা

০৬ আগস্ট ২০১৯, প্রথম আলো

প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) ও কমিশনারদের মতো সাংবিধানিক পদের পদাধিকারীদের বিরুদ্ধে বক্তৃতা না দিয়ে অর্থ নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে । তাঁদের সঙ্গে আছেন ইসির সচিবসহ পদস্থ কর্মকর্তারা । আর এই অর্থের পরিমাণ একেবারে কম নয়, দুই কোটি টাকার বেশি ।

বিগত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও এরপরে উপজেলা নির্বাচনে প্রশিক্ষণ উপলক্ষে শুধু 'বিশেষ বক্তা' হিসেবে বক্তৃতা দিয়ে তাঁরা এই অর্থ নিয়েছেন । আর এর বাইরে 'কোর্স উপদেষ্টা' হিসেবে নির্বাচন কমিশনের তৎকালীন সচিব (বর্তমানে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব) একাই নিয়েছেন ৪৭ লাখ টাকা । তিনি 'বিশেষ বক্তা' হিসেবেও টাকা নিয়েছেন । তবে তা কত জানা যায়নি ।

ইসির তথ্য অনুযায়ী, সংসদ নির্বাচনে 'বিশেষ বক্তা' হিসেবে বক্তৃতা দেওয়ার নামে যাঁরা টাকা নিয়েছেন তাঁরা হলেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কে এম নুরুল হুদা; চার নির্বাচন কমিশনার মাহবুব তালুকদার, রফিকুল ইসলাম, শাহাদাত হোসেন চৌধুরী ও কবিতা খানম; সচিব হেলালুদ্দীন আহমেদ; অতিরিক্ত সচিব মোখলেসুর রহমান এবং দুই যুগ্ম সচিব আবুল কাশেম ও কামরুল হাসান ।

৭১ শতাংশ বিল পাস ১ থেকে ৩০ মিনিটে

সমকাল, ২৯ আগস্ট ২০১৯

দশম সংসদের ২৩টি অধিবেশনে কোরাম সংকটে ১৯৪ ঘণ্টা ৩০ মিনিট সময় অপচয় হয়েছে, যার আর্থিক মূল্য ১৬৩ কোটি ৫৭ লাখ টাকা । সংসদের শুধু ১২ শতাংশ সময় ব্যয় হয়েছে আইন প্রণয়নে । ৭১ শতাংশ বিল পাস হয় ১ থেকে ৩০ মিনিটের মধ্যে ।

দুর্নীতিবিরোধী সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) পরিচালিত 'পার্লামেন্টওয়াচ' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে । গতকাল বুধবার সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান ধানমন্ডি কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেন ।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, গত নির্বাচনে জনগণ ভোট দিতে পারেনিঃ মেনন

১৯ অক্টোবর, ২০১৯, বাংলা ট্রিবিউন

বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন বলেছেন, 'গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আমিও নির্বাচিত হয়েছি । তারপরও আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, ওই নির্বাচনে জনগণ ভোট দিতে পারেনি । এমনকি পরবর্তীতে উপজেলা এবং ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনেও ভোট দিতে পারেনি দেশের মানুষ ।'

শনিবার (১৯ অক্টোবর) দুপুরে বরিশাল নগরীর টাউন হলে ওয়ার্কার্স পার্টির সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব মন্তব্য করেন ।

আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি

এক রাতে 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত ৬

৬ আগস্ট, ২০১৯, দেশ রূপান্তর

তিন জেলায় গত রবিবার রাতে পুলিশ ও বিজিবির সঙ্গে কথিত বন্দুকযুদ্ধে রোহিঙ্গাসহ ছয়জন নিহত হয়েছে । এর মধ্যে কক্সবাজারের টেকনাফ ও উখিয়ায় দুই রোহিঙ্গাসহ তিনজন এবং হবিগঞ্জের চুনারুঘাট, ময়মনসিংহ শহরের চর পুলিয়ামারি ও ফুলবাড়িয়ায় একজন করে নিহত হয় । পুলিশ ও বিজিবি বলছে, তাদের মধ্যে চারজন মাদক কারবারি, একজন ডাকাত দলের সদস্য এবং অন্যজন ধর্ষণ মামলার আসামি ছিল ।

খাগড়াছড়িতে সেনাবাহিনীর সঙ্গে গোলাগুলিতে নিহত ৩

২৬ আগস্ট ২০১৯, সমকাল

খাগড়াছড়ির দীঘিনালা উপজেলায় সেনাবাহিনীর সঙ্গে গোলাগুলিতে ইউপিডিএফ-প্রসীত গ্রুপের ৩ সদস্য নিহত হয়েছে ।

সোমবার দুপুরে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) এ তথ্য নিশ্চিত করেছে ।

এর আগে রোববার রাতে আইনশৃঙ্খলাবাহিনী এই তিনজনকে গ্রেফতার করে বলে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানান ইউপিডিএফের প্রচার শাখার প্রধান নিরন চাকমা । তিনজন হলেন দীঘিনালার কৃপাপুর এলাকার বাসিন্দা নবীন চাকমা (২৫) ও রসুল চাকমা (২৭) এবং পাবলাখালী এলাকার ভুজেন্দ্র চাকমা (৫২) ।

প্রতি চার দিনে এক গুম

৩০ আগস্ট, ২০১৯, দেশ রূপান্তর

হঠাৎ নিখোঁজ হওয়া কিংবা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ে তুলে নেওয়ার পর গুম হওয়ার বিরুদ্ধে সরকারের বিভিন্ন পর্যায় থেকে কঠোর হওয়ার ঘোষণার পরও বাংলাদেশে গুমের ঘটনা কমছে না, উল্টো বাড়ছে । ২০০৯ সাল থেকে গত বছরের জুলাই পর্যন্ত প্রতিবছর যে হারে গুমের ঘটনা ঘটেছে, গত এক বছরে ঘটেছে তার দ্বিগুণেরও বেশি হারে । এ তথ্য তুলে ধরে এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশন (এএইচআরসি) বলছে, ২০০৯ থেকে ২০১৮ সালের জুলাই পর্যন্ত ১০ বছরে বাংলাদেশে ৪৩২ জন গুম হয় । পরের এক বছরেই গুম হয়েছে ১০০ জন । দেশি মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) জানিয়েছে, ২০১৪ থেকে ২০১৯ সালের জুলাই পর্যন্ত ৩৪৪ জন গুমের শিকার হয়েছে বলে ভুক্তভোগী পরিবার ও স্বজনরা অভিযোগ করেছে । পরে তাদের ৪৪ জনের লাশ উদ্ধার হয়েছে, ৬০ জনকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে এবং ৩৫ জন ফেরত এসেছে । জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলে লিখিতভাবে জমা দেওয়া দ্য এশিয়ান লিগ্যাল রিসোর্স ।

ছাত্রলীগের ১২ নেতাকর্মীর সবাই বেকসুর খালাস

১০ অক্টোবর, ২০১৯, কালের কণ্ঠ

ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের মারধরে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট)

ছাত্র আবরার ফাহাদ নিহত হওয়ার পর সাধারণ ছাত্রসমাজ খুনিদের বিচার দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। এমনই আরেকটি ঘটনা ঘটেছিল আট বছর আগে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ (চমেক) ছাত্রাবাসে। ২০১১ সালের অক্টোবর মাসে দফায় দফায় পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছিল চমেকের ৫১তম ব্যাচের বিডিএস তৃতীয় বর্ষের ছাত্র আবিদুর রহমান আবিদকে। সেই হত্যার বিচার আজও পায়নি আবিদের পরিবার। ওই ঘটনায় দায়ের হওয়া মামলার আসামি ছাত্রলীগের ভিপিসহ ১২ নেতাকর্মীর সবাই দুই মাস আগে আদালতের রায়ে বেকসুর খালাস পেয়ে গেছেন।

নির্যাতনের অভিযোগ করছিলেন বুয়েট ছাত্ররা, পেজটি বন্ধ করল বিটিআরসি

১০ অক্টোবর ২০১৯, প্রথম আলো

শিক্ষার্থীদের ওপর নির্যাতনের অভিযোগ জানাতে বুয়েটের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিভাগের শিক্ষার্থীদের চালু করা ওয়েবপেজটি বন্ধ করে দিয়েছে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)। সংস্থার চেয়ারম্যান মো. জহুরুল হক ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে খুন হয়, বিচার হয় না

০৯ অক্টোবর ২০১৯, প্রথম আলো

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ১০ বছরে ৮ শিক্ষার্থী খুন হয়েছেন। এর মধ্যে তিনজন ছিলেন সাধারণ শিক্ষার্থী। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এক দশকে খুন হয়েছেন চার শিক্ষার্থী। সিলেট শাহজালাল, লিডিং এবং সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে তিন শিক্ষার্থী খুন হয়েছেন। বিচার হয়নি একটি হত্যাকান্ডেরও।

ভোলায় পুলিশের সঙ্গে 'তৌহিদী জনতা'র সংঘর্ষ, নিহত ৪

২০ অক্টোবর ২০১৯, প্রথম আলো অনলাইন

ভোলার বোরহানউদ্দিনে ধর্ম অবমাননার অভিযোগে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এক যুবকের বিচারের দাবিতে 'তৌহিদী জনতা'র ব্যানারে বিক্ষোভ থেকে ব্যাপক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। একপর্যায়ে পুলিশের গুলিতে চারজন নিহত হয়েছেন। নিহত চারজনকে নিজেদের কর্মী সমর্থক বলে দাবি করেছে তৌহিদী জনতা। সংঘর্ষে ১০ পুলিশ সদস্যসহ দেড় শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়েছেন।

আজ রোববার সকাল সাড়ে ১০টায় বোরহানউদ্দিন পৌরসভার ঈদগাহ মাঠে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। পুলিশ বলছে, এক যুবকের হ্যাক হওয়া আইডি থেকে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার বক্তব্য ছড়ানোর ঘটনা থেকে এ পরিস্থিতির সূত্রপাত।

পরিবেশ

সব ব্র্যান্ডের ডিটারজেন্টে ক্যানসার সৃষ্টিকারী উপাদান!

জুলাই ২৪, ২০১৯, বাংলা ট্রিবিউন

বাজারে বিক্রি হওয়া সব ব্র্যান্ডের ডিটারজেন্টে মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর 'ফ্লুরোসেন্ট হোয়াইটেনিং এজেন্ট' নামের পদার্থের অতিমাত্রায় উপস্থিতি পাওয়া গেছে। কাপড়ের উজ্জ্বলতা বাড়াতে ডিটারজেন্টে ব্যবহৃত এই উপাদান এলার্জি, চর্মরোগ, জিনগত পরিবর্তন, কিডনি রোগ ঘটায়। এমনকি এটি অতিবেগুনি রশ্মির সঙ্গে বিক্রিয়া করে ক্যানসার সৃষ্টিকারী উপাদান তৈরিতেও ভূমিকা রাখে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের স্নাতকোত্তরের শিক্ষার্থী মো. নাহিন মোস্তফা নিলয় তার এক গবেষণায় এসব তথ্য উঠে আসার দাবি করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) অধীনে ও অর্থায়নে পরিচালিত গবেষণাটির তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন একই বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ড. শফি মুহাম্মদ তারেক।

২ লাখ ৮০ হাজার একর বনভূমি বেদখল

০৪ আগস্ট ২০১৯, প্রথম আলো

গত দুই বছর চার মাসে দেশের প্রায় ১১ হাজার একর বনভূমি বেদখল হয়ে গেছে। আর স্বাধীনতার পর এ পর্যন্ত দেশে বেদখল হওয়া মোট বনভূমির পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ৮০ হাজার একর, যা পুরো মাগুরা জেলার আয়তনের সমান। বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এসব বনভূমি অবৈধভাবে দখল করেছে। দখলকারীরা বেশির ভাগই প্রভাবশালী। তারা বনভূমি ধ্বংস করে বসতি ও শিল্পকারখানা গড়ে তুলেছে। বন বিভাগের প্রতিবেদনেই এ তথ্য উঠে এসেছে। গত সোমবার পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়-সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কাছে বন বিভাগ এই প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। তবে বেসরকারি হিসাবে দখল হওয়া বনের পরিমাণ আরও বেশি বলে মনে করছেন পরিবেশ ও বনবিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো। গত ২৬ জুলাই পরিবেশবিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা গোবাল ফরেস্ট ওয়াচ থেকে প্রকাশিত বিশ্বের বনভূমি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০০১ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে বাংলাদেশের ৩ লাখ ৭৮ হাজার একর বনভূমি উজাড় হয়েছে, যা দেশের মোট বনভূমির প্রায় ৮ শতাংশ। এর মধ্যে শুধু ২০১৭ সালেই দেশে সর্বোচ্চ, প্রায় ৭০ হাজার একর বনভূমি উজাড় হয়েছে। আর গত পাঁচ বছরে উজাড় হয়েছে ২ লাখ ৩১ হাজার ৪৩ একর বনভূমি।

সাভার চামড়া শিল্পনগরীতে বর্জ্য বিপর্যয়ের শঙ্কা

১০ আগস্ট, ২০১৯, সমকাল

চামড়া শিল্পনগরী সরেজমিন ঘুরে দেখা যায়, সাভারের তেঁতুলঝোড়া ইউনিয়নের হরিণধরা এলাকায় শিল্পনগরীর সামনের একটি চায়ের দোকনে বসা স্থানীয়দের মধ্যে দূষণ সমস্যা নিয়ে চলছে তর্কবিতর্ক। এ সময় তাদের সঙ্গে আলাপকালে তারা অভিযোগ করেন, ট্যানারি আসার পর থেকেই সরকার আশ্বাস দিয়ে আসছে দূষণ বন্ধ করা হবে। কিন্তু গত তিন বছর ধরে দূষণের যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ মিলছে না। শুধু বাতাসে দুর্গন্ধ নয়, এখন ধলেশ্বরী নদীর বুক চিরে বের হচ্ছে দূষিত বর্জ্য। যদিও আগে সরাসরি দেখা যেত নদীতে দূষিত বর্জ্যপানি ফেলা হচ্ছে। এখন তা পাইপের মাধ্যমে নদীর তলদেশ দিয়ে মাঝখানে ফেলা হচ্ছে। এখন বর্ষা মৌসুমে নদীতে স্বচ্ছ পানি থাকলেও নিচ থেকে চামড়ার বর্জ্যের দূষিত পানি ওপরে উঠে পুরো নদীর পানি ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে।

সুন্দরবনের পাশে কারখানা স্থাপনে ৩ প্রতিষ্ঠানকে ছাড়পত্র দেয়ার নির্দেশ

২৭ আগস্ট, ২০১৯, ইউএনবি

সুন্দরবনের পাশে মোংলা শিল্প এলাকায় তিনটি প্রতিষ্ঠানকে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলপিজি) বোতলজাত করার পান্ট স্থাপনের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। প্রতিষ্ঠানগুলো হলো ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ (টিএমএসএস), বারাকা লিমিটেড ও ডেল্টা এলপিজি লিমিটেড।

এ বিষয়ে জারি করা রুল যথাযথ ঘোষণা করে মঙ্গলবার বিচারপতি এফআরএম নাজমুল আহাসান ও বিচারপতি কেএম কামরুল কাদেরের বেঞ্চ এ রায় দেয়।

আদালত তার পর্যবেক্ষণে জানায়, সুন্দরবনের প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় কতগুলো শিল্প কারখানা হবে সেটা নির্ধারণ করবে সরকার। ভবিষ্যতে সংকটাপন্ন এলাকায় নতুন শিল্প স্থাপন বন্ধে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে এ রায় বাধা হবে না।

দূষণে বিপন্ন কর্ণফুলী

২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৯, দেশ রূপান্তর

কর্ণফুলী নদীর দুই পাড়ে গড়ে তোলা হয়েছে ৭ শতাধিক শিল্পকারখানা। সরকারি-বেসরকারি এসব কারখানার রাসায়নিক বর্জ্যে প্রতিনিয়ত নদীটি দূষিত হচ্ছে। বিপন্ন হয়ে উঠছে নদীর বাস্তুসংস্থান। বিলুপ্তির মুখে নানা প্রজাতির মাছ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দূষণে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হয়ে উঠেছে কর্ণফুলী। নদী বাঁচাতে সরকারকে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তারা।

সরকারি সেবা সংস্থা ওয়াসার তথ্যে, চট্টগ্রাম নগরীতে প্রতিদিন তাদের সাড়ে ৩ কোটি লিটার স্যুয়ারেজ বর্জ্য তৈরি হয়। এর বেশির ভাগ কর্ণফুলীতে গিয়ে পড়ে। এর সঙ্গে শিল্পকারখানাগুলোর পরিশোধন ছাড়া বর্জ্য রয়েছে। সিটি করপোরেশনও দিনে প্রায় ৮০০ টন বর্জ্য ফেলছে নদীতে।

বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ

ঈশ্বরদী-রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পে কনটেইনারে আগুন

০৯ আগস্ট ২০১৯, প্রথম আলো

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পে কন্টেইনারের ভেতরে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। আগুনে অব্যবহৃত কিছু জিনিস পুড়ে গেছে। আজ শুক্রবার দুপুরে

পাবনার ঈশ্বরদীর রূপপুরে প্রকল্পের ভেতরে এ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। এতে কেউ হতাহত হয়নি।

৫ রুশ পরমাণু বিজ্ঞানী নিহতঃ ছোট চুল্লিতে বিস্ফোরণ ঘটেছিল, ছড়াচ্ছে রেডিয়েশন

১৩ আগস্ট, ২০১৯, যমুনা টিভি

গত বৃহস্পতিবার রাশিয়ার উত্তরাঞ্চলের একটি শহরে ক্ষেপণাস্ত্রের ইঞ্জিন পরীক্ষার সময় হওয়া রহস্যময় বিস্ফোরণে মৃত পাঁচ পরমাণু বিজ্ঞানীকে মরণোত্তর সম্মান দিল রাশিয়া। তাঁদেরকে 'দেশের নায়ক' হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছে ক্রেমলিনের তরফে।

টাইম ম্যাগাজিন এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, যে প্রতিষ্ঠানে নিহত বিজ্ঞানীরা কাজ করতেন সেখানকার বৈজ্ঞানিক পরিচালক ভিয়াচেসলভ সোলোভিয়েভ স্থানীয় একটি টিভিকে বলেছেন, রাশিয়ার শ্বেতসাগরে (হোয়াইট সী) ঘটা বিস্ফোরণস্থলে একটি ছোট পরমাণু চুল্লিও ছিল।

রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফে প্রথমে তেজস্ক্রিয়তার কথা অস্বীকার করা হলেও, পরে স্থানীয় প্রশাসনের তরফে জানানো হয়, যেখানে বিস্ফোরণটি ঘটেছে তার কাছেই সেভেরভিস্ক শহর। ঘটনার দিন সেখানে তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা অনেকটাই বেড়েগিয়েছিল। যার জেরে স্থানীয়রা আয়োডিন মজুত করতে শুরু করেছিলেন। যদিও, তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা কতটা বেড়েগিয়েছিল, সে বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি।

হাইপ্রেশার জোনে কূপ খননে আগ্রহী শেভরন

২১ আগষ্ট ২০১৯, সমকাল

স্থলভাগে নতুন করে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে আগ্রহ প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক তেল-গ্যাস কোম্পানি শেভরন। সম্প্রতি স্থলভাগের ১১টি বকের ভূগর্ভস্থ উচ্চচাপযুক্ত অঞ্চলে (হাইপ্রেশার জোন) তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের বিষয়ে আগ্রহ জানিয়ে পেট্রোবাংলাকে চিঠি দিয়েছে শেভরন। প্রচলিত উৎপাদন বণ্টন চুক্তির (পিএসসি) বাইরে পৃথক চুক্তির জন্যও প্রস্তাব দিয়েছে শেভরন।

জ্বালানি বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, যেসব বকে শেভরন অনুসন্ধান কার্যক্রম চালানোর অনুমতি চেয়েছে সেগুলো হলো ১, ২এ, ২বি, ৩এ, ৩বি, ৮, ৯, ১১, ১২, ১৩ ও ১৪।

চাহিদা নেই, তবু নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্র

২৩ আগস্ট ২০১৯, প্রথম আলো

দেশে এখন প্রায় ১৯ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা রয়েছে। তবে চাহিদা না থাকায় চলতি গ্রীষ্মে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে গড়ে সাড়ে ৮ হাজার থেকে সর্বোচ্চ সাড়ে ১২ হাজার মেগাওয়াট। এতে মোট ক্ষমতার প্রায় অর্ধেক বিদ্যুৎকেন্দ্রই অলস পড়ে আছে। এরপরও সরকারঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীদের একের পর এক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। বিনা দরপত্রে দেওয়া এসব বিদ্যুৎকেন্দ্র 'বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইনে' অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্র অনুমোদন দেওয়ার ক্ষেত্রে বিদ্যুতের মহাপরিকল্পনাও (পাওয়ার সিস্টেম মাস্টারপ্যান) মানা হচ্ছে না। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী, ২০৩১ সালে দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা গিয়ে দাঁড়াবে ৩৭ হাজার মেগাওয়াট। এ সময় বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা থাকবে ২৯ হাজার মেগাওয়াট। মোট ক্ষমতার ২০ থেকে ২৫ শতাংশের বেশি বিদ্যুৎকেন্দ্র অলস বসিয়ে রাখা যাবে না। বর্তমানে সেখানে অলস বসে আছে প্রায় ৫০ শতাংশ বিদ্যুৎকেন্দ্র। আবার সঞ্চালন ও বিতরণ লাইনের সক্ষমতা না থাকায় বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর মোট স্থাপিত ক্ষমতার একটি অংশ উৎপাদন করা যায় না। এতে সারা দেশে বিভিন্ন স্থানে অনেক সময় বিদ্যুৎ থাকে না।

ফুলবাড়ী চুক্তি নিয়ে অসত্য তথ্য দিচ্ছে এশিয়া এনার্জি

২৪ আগস্ট ২০১৯, প্রথম আলো

যুক্তরাজ্যভিত্তিক কোম্পানি গোবাল কোল ম্যানেজমেন্টের (জিসিএম বা সাবেক এশিয়া এনার্জি) সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের এখন কোনো চুক্তি নেই। এরপরও দিনাজপুরের ফুলবাড়ী কয়লাখনি থেকে কয়লা উত্তোলন এবং তা দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে এমন দাবি করে যুক্তরাজ্যের লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জে (এলএসই) শেয়ার ব্যবসা করছে কোম্পানিটি। এ ঘটনায় বাংলাদেশ সরকার আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবছে।

এ বিষয়ে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ প্রথম আলোকে বলেন, চুক্তি না থাকার পরও ফুলবাড়ী কয়লাখনি থেকে কয়লা উত্তোলন করবে এমন অসত্য তথ্য দিয়ে লন্ডনে শেয়ার ব্যবসা করছে জিসিএম বা এশিয়া এনার্জি। বিষয়টি সরকারের নজরে এসেছে। তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার পথে এগোচ্ছে সরকার।

কয়লা খনি নিয়ে এখনও ষড়যন্ত্র চলছে

২৭ আগস্ট, ২০১৯, সমকাল

'ফুলবাড়ী কয়লা খনি নিয়ে এখনও দেশে-বিদেশে নানা ষড়যন্ত্র চলছে। ভারত ও চীনের বিভিন্ন কোম্পানি দেশের বিভিন্ন কয়লা খনি নিয়ে ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছে। এসব চক্রান্ত প্রতিহত করতে হবে। সরকারের সঙ্গে সম্পাদিত ছয় দফা চুক্তি দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।'

গতকাল সোমবার সকাল ১১টায় দিনাজপুরের ফুলবাড়ীর নিমতলা মোড়ে ফুলবাড়ী দিবস উপলক্ষে তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির উপজেলা শাখা আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সংগঠনের সদস্য সচিব অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন। তিনি বলেন, আগামী অক্টোবর-নভেম্বর মাসে জাতীয় কমিটি কঠোর আন্দোলনের কর্মসূচি দেবে। দাবি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের উদ্দেশে বিক্ষোভ মিছিল ও দিনাজপুরমুখী পদযাত্রাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

গভীর সমুদ্রের গ্যাস রপ্তানির সুযোগ রেখে নতুন পিএসসি

সেপ্টেম্বর ০৩, ২০১৯, ডেইলিস্টার অনলাইন

বঙ্গোপসাগরে গ্যাস উত্তোলনের পর তা রপ্তানি করতে পারবে বিদেশি সংস্থাগুলো। এই সুযোগ আগে একবার দিয়ে সমালোচনার মুখে তা ফিরিয়ে নিয়েছিলো সরকার।...

বঙ্গোপসাগরে ২৬টি বক রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে ২২টি নিয়ে এখনো কোনো চুক্তি হয়নি। নতুন অফশোর মডেল পিএসসি (প্রোডাকশন শেয়ারিং মডেল) ২০১৯ অনুযায়ী বিদেশি সংস্থাগুলো গ্যাস উত্তোলন করে তা রপ্তানি করার সুযোগ পাবে। সম্প্রতি, নতুন মডেলটিকে অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রীসভা কমিটির অর্থনৈতিক বিভাগ।

২০০৮ সালের অফশোর মডেলে গ্যাস রপ্তানির সুযোগ দেওয়া হয়েছিলো। তবে ব্যাপক সমালোচনার মুখে ২০১২ সালে তা বাতিল করা হয়।...

১১ কেন্দ্রের ক্যাপাসিটি চার্জ দুই হাজার কোটি টাকা

সেপ্টেম্বর ২২, ২০১৯, শেয়ার বিজ নিউজ

বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বর্তমানে শীর্ষে রয়েছে সামিট। এ গ্রুপের ১১টি বিদ্যুৎকেন্দ্রের উৎপাদন সক্ষমতা এক হাজার ৭০০ মেগাওয়াট। তবে গত অর্থবছর বেশিরভাগ কেন্দ্রের সক্ষমতার অর্ধেকও ব্যবহার করা হয়নি। অথচ ১১টি কেন্দ্রের জন্য বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডকে (পিডিবি) ২০১৮-১৯ অর্থবছর ক্যাপাসিটি চার্জ গুনতে হয়েছে প্রায় দুই হাজার কোটি টাকা।

সংশিষ্টরা বলছেন, গত কয়েক বছরে বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনে অগ্রাধিকার দেয় সরকার। এ সময় বেশ কয়েকটি বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করে সামিট। তবে চাহিদা না থাকায় এখন অনেক কেন্দ্রেই উৎপাদিত হচ্ছে নামমাত্র। তবে বসিয়ে রেখে এসব কেন্দ্রের জন্য নিয়মিত ক্যাপাসিটি চার্জ গুনতে হচ্ছে। ফলে একদিকে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় বাড়ছে, অন্যদিকে এ খাতে সরকারের ভর্তুকিও বাড়ছে।

দেশি বাপেক্সের চেয়ে বিদেশি গাজপ্রমে বেশি আগ্রহ

০১ অক্টোবর ২০১৯, প্রথম আলো

ভোলার শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্র থেকে ১০ বছর ধরে গ্যাস উত্তোলন করে আসছে রাষ্টীয় কোম্পানি বাপেক্স। ভোলাতেই গত বছর আরেকটি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার করেছে বাপেক্স এই কোম্পানি। এরপরও দেশের দক্ষিণের দ্বীপজেলা ভোলায় গ্যাসের সম্ভাব্য মজুত মূল্যায়নের নামে বাপেক্সের সঙ্গে রাশিয়ার তেলগ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনকারী প্রতিষ্ঠান গাজপ্রমকে (আন্তর্জাতিক) যুক্ত করতে চাচ্ছে সরকার। এ লক্ষ্যে বাপেক্সের সঙ্গে গাজপ্রমের যৌথ সমীক্ষার সমঝোতা

স্মারকও (এমওইউ) চূড়ান্ত করা হয়েছে।

অন্য কারও সহায়তা ছাড়াই বাপেক্স ভোলা থেকে সফলভাবে গ্যাস উত্তোলন করার পরও সরকার কেন এই এমওইউ করতে যাচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তেল-গ্যাস খাতের সঙ্গে যুক্ত বিশেষজ্ঞরা। তাঁরা বলছেন, এর মাধ্যমে একদিকে বাপেক্স কোম্পানি বাপেক্সের কর্তৃত্ব খর্ব করা হবে, অন্যদিকে গাজপ্রমকে গ্যাস উত্তোলনের কাজে যুক্ত করলে সরকার আর্থিকভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ ছাড়া গাজপ্রমকে ২০১২ সালে দেশের যে ১০টি গ্যাসকূপ খননের দায়িত্ব (ঠিকাদারি) দেওয়া হয়েছিল, সে অভিজ্ঞতা মোটেও ভালো ছিল না।

বাপেক্স তেল-গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশনের (পেট্রোবাংলা) ২০১৬ সালের এক প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী গাজপ্রমের প্রথম দফায় খনন করা গ্যাসকূপগুলোর পাঁচটিই (তিতাস-২০, তিতাস-২১, সেমুতাং-৬, বেগমগঞ্জ-৩ ও শাহবাজপুর-৪) বালু ও পানি উঠে বন্ধ হয়ে যায়। সেগুলো পরে বাপেক্সকেই মেরামত করে গ্যাস উত্তোলনের উপযোগী করার দায়িত্ব নিতে হয়।

২০১০ সালের ২৩ নভেম্বর জ্বালানিনিরাপত্তা নিয়ে সহযোগিতার জন্য বাংলাদেশ ও রাশিয়ার সরকারপ্রধানেরা সম্মত হন। এরপর ২০১২ সালে গাজপ্রম ১০টি কূপ খননের ঠিকাদার নিযুক্ত হয়। তারা বিনা দরপত্রে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ) আইনের অধীনে এসব কূপ খননের কাজ পায়।

গাজপ্রমকে কূপপ্রতি চুক্তি মূল্য বাবদ গড়ে ১৫৫ কোটি টাকা দিতে হয়েছে। যদিও বাপেক্সের তথ্য অনুযায়ী তারা নিজেরা এসব কূপ (প্রতিটি) খুঁড়লে গড়ে খরচ পড়ত সর্বোচ্চ ৮০ কোটি টাকা। এ ছাড়া বাপেক্সের কাছ থেকে প্রতি হাজার ঘনফুট গ্যাস সরকার নেয় ৮৫ টাকায়। বিদেশি কোম্পানির কাছ থেকে সমপরিমাণের গ্যাসের জন্য সরকারের খরচ পড়ে প্রায় ২৫০ টাকা।

ওই ১০ কূপ খননে খারাপ অভিজ্ঞতার পরও গাজপ্রমকে আরও সাতটি কূপ খননের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এর প্রতিটিতে খরচ পড়ে ১৩২ থেকে ১৫৪ কোটি টাকা।

বিদ্যুৎ উৎপাদনে কেবল ক্যাপাসিটি চার্জ খরচ ৯ হাজার কোটি টাকা

১২ অক্টোবর, ২০১৯, আমাদের সময় ডটকম

বর্তমানে দেশে বিদ্যুৎকেন্দ্র দেড়শর বেশি। যেখান থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিদ্যুৎ কেনা বাবদ খরচ হয়েছে ৪০ হাজার কোটি টাকার বেশি। এরমধ্যে, কেবল ক্যাপাসিটি চার্জ বাবদ দেয়া হয়েছে নয় হাজার কোটি। আর অলস বসিয়ে টাকা গোণার এই হার এক বছরে বেড়েছে ৪০ শতাংশ বা পৌনে তিন হাজার কোটি। অথচ, একই সময়ে সেই সব কেন্দ্রগুলোর প্যান্ট ফ্যাক্টর বা ক্ষমতার ব্যবহার কমেছে ৮ শতাংশ।

লন্ডনে সুন্দরবন রক্ষার দাবিতে প্রতিবাদ সমাবেশ

১৯ অক্টোবর ২০১৯, প্রথম আলো

সুন্দরবনের অদূরে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ প্রকল্প কয়লাভিত্তিক রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র বাতিলের দাবিতে যুক্তরাজ্যের লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্থানীয় পুলিশের ব্যাপক উপস্থিতিতে গত বৃহস্পতিবার (১৭ অক্টোবর) এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশ থেকে বলা হয়, বাংলাদেশ সরকার গত জুলাই মাসে ইউনেসকোর বাকু সম্মেলনের শর্ত অনুযায়ী কোনো ধরনের পরিবেশগত সমীক্ষা ছাড়াই প্রকল্প নির্মাণ বন্ধ রাখার পরিবর্তে রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করে চলেছে।

আরও বলা হয়, সরকার কারও মতামতের তোয়াক্কা না করে অন্য একটি দেশের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে সুন্দরবন ধ্বংস করার দিকে এগোচ্ছে। একই সঙ্গে সরকার সুন্দরবনের পাশেই আরও ১৪৫টি কারখানা স্থাপনের অনুমোদন দিয়েছে।

প্রতিবাদ সমাবেশ থেকে অবিলম্বে এহেন আত্মবিনাশী প্রকল্প এখনই বন্ধ ঘোষণার দাবি করা হয়। সমাবেশকারীরা সরকারকে কয়লানির্ভর নোংরা জ্বালানি থেকে সরে এসে নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতি গ্রহণের আহ্বান জানান।

তেল গ্যাস রক্ষা জাতীয় কমিটির যুক্তরাজ্য শাখা, ফুলবাড়ী সলিডারিটি গ্রুপ, রিক্লেইম দ্য পাওয়ার, এক্সআর গ্লোবাল জাস্টিস রেবেলিয়ন, এনভায়রনমেন্টাল জাস্টিস ব্লক, এক্সআর ইয়থ ও এক্সআর লিবারেশন প্রভৃতি সংগঠন সমাবেশে অংশগ্রহণ করে।

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক

'অনুপ্রবেশ' নিয়ে মতান্তর, যৌথ বিবৃতি দেওয়া হয়নি

০৯ আগস্ট ২০১৯, প্রথম আলো

আসামের জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি) তৈরি নিয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে সরাসরি আলোচনা হয়েছে কি না, তা অনুচ্চারিত থাকলেও 'সীমান্তে অনুপ্রবেশ' ইস্যুতে দুই পক্ষের মতানৈক্য স্পষ্ট হয়েছে। সে কারণেই সপ্তম পর্যায়ের বৈঠক শেষে দুই দেশের তরফ থেকে যৌথ বিবৃতি প্রচার করার কথা থাকলেও তা সম্ভব হয়নি।

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে হত্যা বাড়ছেই

১৬ আগস্ট ২০১৯, প্রথম আলো

সীমান্ত হত্যার সংখ্যা শূন্যতে আনা এবং সীমান্তরক্ষী বাহিনীর প্রাণঘাতী অস্ত্রের ব্যবহার বন্ধের বিষয়ে বাংলাদেশ ও ভারতদুই দেশই সম্মত হয়েছে কয়েক বছর আগে। এরপরও সেটা বন্ধ হয়নি। বরং বেড়েছে। মানবাধিকার সংস্থাগুলোর হিসাবে চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসেই ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে ১৮ জন নিহত হয়েছেন। আগের বছর এই সংখ্যা ছিল ১৪।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গত ১১ জুলাই সংসদে বলেছিলেন, ২০০৯ সাল থেকে গত ১০ বছরে বিএসএফের হাতে ২৯৪ জন বাংলাদেশি নিহত হন। সীমান্তে হত্যা বন্ধে বিজিবি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। পাশাপাশি সরকার কূটনৈতিক পর্যায়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে। তিনি সংসদে জানান, ২০১৮ সালে নিহতের সংখ্যা তিনে নেমে এসেছিল।

তবে আসকের হিসাবে ২০১৮ সালে সীমান্তে নিহত বাংলাদেশির সংখ্যা ১৪ জন। আর অধিকারের হিসাবে এই সংখ্যা ১১। এর আগের বছর ২০১৭ সালে নিহতের সংখ্যা আসকের হিসাবে ২৪ এবং অধিকারের হিসাবে ২৫।

তেল রফতানির পাইপলাইনে অর্থায়ন

২২ আগস্ট ২০১৯, সমকাল

বাংলাদেশে ডিজেল রফতানির সুবিধার্থে নিজ খরচে পাইপলাইন নির্মাণ করে দেবে ভারত। ১৩০ কিলোমিটার পাইপলাইন স্থাপন করা হবে পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ির নুমালীগড় রিফাইনারি থেকে বাংলাদেশের দিনাজপুরের পার্বতীপুর ডিপো পর্যন্ত। ১০ ইঞ্চি ব্যাসের প্রস্তাবিত পাইপ লাইনটির দৈর্ঘ্য ভারতের অভ্যন্তরে পাঁচ কিলোমিটার বাংলাদেশের সীমানায় ১২৫ কিলোমিটার। তবে পাইপলাইন নির্মাণের খরচ ভারত সরকার বহন করলেও এ জন্য ভূমির ব্যয় বাংলাদেশকে বহন করতে হবে।

'ভারত-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ' শীর্ষক এ পাইপলাইন স্থাপনে ভূমি অধিগ্রহণে ৩০৮ কোটি ৫৬ লাখ টাকার একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি)। ভূমি অধিগ্রহণের পুরো ব্যয় সংস্থার নিজস্ব তহবিল থেকে জোগান দেওয়া হবে।

মেঘনাঘাটে বড় বিদ্যুৎকেন্দ্র বানাচ্ছে ভারতের রিলায়েন্স

২ সেপ্টেম্বর ২০১৯, আমাদের সময়

নারায়ণগঞ্জের মেঘনাঘাটে লিকুইড ন্যাচারাল গ্যাস (এলএনজি) ও প্রাকৃতিক গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করবে রিলায়েন্স বাংলাদেশ এলএনজি অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেড। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি) বলছে, এ কেন্দ্র থেকে প্রতিইউনিট বিদ্যুতের দাম পড়বে ৭ দশমিক ৩১২ ইউএস সেন্ট বা ৫ দশমিক ৮৫ টাকা (প্রতিডলার ৮০ টাকা হিসাবে)। ২২ বছর ধরে এখান থেকে বিদ্যুৎ কিনবে সরকার। তবে ডলারের রেট বাড়লে প্রতিইউনিট বিদ্যুতের দাম বেড়ে যাবে।

পিডিবি সূত্রে জানা যায়, পেট্রোবাংলার কাছ থেকে গ্যাস নিয়ে এ কেন্দ্র চালানো হবে। তবে ৭ দশমিক ২৬২৫ ডলার (এমএমবিটিইউ) ধরে এলএনজির দর নির্ধারণ করা হয়েছে। অথচ এখনই অনেক বেশি দর পড়ছে। আবার ডলারের রেটও বর্তমানে ৮৫ টাকা ছাড়িয়ে গেছে। সে কারণে চুক্তিতে নির্ধারিত রেটের চেয়ে অনেক বেশি পড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ফারাক্কায় ডুবছে উত্তরাঞ্চল

০১ অক্টোবর ২০১৯, সমকাল

বর্ষা মৌসুমের শেষ সময় ভারতের ফারাক্কা ব্যারাজের সব কয়টি গেট খুলে দেওয়ায় গঙ্গা প্রবাহের পানি আঘাত হেনেছে বাংলাদেশের অংশ পদ্মায়। ভারতের উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে রেকর্ড বৃষ্টিপাত হওয়ায় উপচে পড়ছে বাঁধের পানি। এ কারণে ফারাক্কা ব্যারাজের ১১৯টি গেট একযোগে খুলে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

এতে পদ্মায় আকস্মিক পানি বেড়ে দেশের উত্তরাঞ্চলের অনেক জেলার নিম্নাঞ্চল তলিয়ে গেছে। পানিবন্দি হয়ে পড়েছেন অর্ধলক্ষাধিক মানুষ। ফসলের ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ঈশ্বরদীর পাকশী হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পয়েন্টে মঙ্গলবার ১৬ বছর পর পদ্মার পানি বিপৎসীমা অতিক্রম করেছে।

ট্রানজিট মাশুল: তিন বছরে বাংলাদেশের আয় মাত্র ২৮ লাখ টাকা

০৪ অক্টোবর ২০১৯, প্রথম আলো

তিন বছর আগে ২০১৬ সালের জুন মাসে মাশুলের বিনিময়ে ভারতকে ঘটা করে আশুগঞ্জ নৌবন্দর দিয়ে বহুমাত্রিক ট্রানজিট সুবিধা দেয় বাংলাদেশ।...

ট্রানজিট দেওয়ার আগে ট্রানজিট সুবিধায় মাশুল কত এবং অবকাঠামো কেমন হবে এবং ভারত কী পরিমাণ পণ্য নেবে এসব নিয়ে কয়েক বছর শুধু আলোচনা হয়েছে। কিন্তু ট্রানজিট দেওয়ার পর দেখা গেল, গত তিন বছরে মাত্র ১৩টি চালান ভারতের কলকাতা থেকে আশুগঞ্জ হয়ে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় গেছে। এই সুবিধা দেওয়ার বিনিময়ে বাংলাদেশ মাশুল পেয়েছে মাত্র ২৮ লাখ টাকা। তিন বছরে ট্রানজিটের এই ফল।

ভারতের চাওয়াই অগ্রাধিকার পেল

০৮ অক্টোবর ২০১৯, প্রথম আলো

ভারতের আসাম রাজ্যের নাগরিক তালিকা (এনআরসি) নিয়ে বাংলাদেশের অস্বস্তি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরে দূর হয়নি। তিস্তার পানিবণ্টন চুক্তির বিষয়টি এ সফরেও শুধু আশ্বাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। অন্যদিকে চট্টগ্রাম ও মোংলা সমুদ্রবন্দর ব্যবহার করে পণ্য পরিবহন, সমুদ্র উপকূলে নজরদারির জন্য রাডার স্থাপন এবং ত্রিপুরার জনগণের জন্য ফেনী নদীর পানি নেওয়াসহভারতের অগ্রাধিকার প্রকল্পগুলো চূড়ান্ত হয়েছে।

৫ অক্টোবর দিলিতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বৈঠকের পর যৌথ বিবৃতি প্রচার করা হয়। এ বিবৃতির প্রসঙ্গ টেনে ঢাকার কূটনৈতিক সূত্রগুলো বলছে, ফেনী নদী থেকে ভারতের ত্রিপুরার সাবরুমের জন্য প্রতিদিন ১ দশমিক ৮ কিউসেক পানি সরবরাহ ও ত্রিপুরায় তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলপিজি) রপ্তানির মতো বিষয়গুলোতেও ভারতের অনুরোধে বাংলাদেশ উদারভাবে সাড়া দিয়েছে। এ ছাড়া ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চল থেকে পণ্য পরিবহনের জন্য চট্টগ্রাম ও মোংলা সমুদ্রবন্দর বিষয়ে মানসম্মত কার্যপ্রণালি বিধি (স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউরএসওপি) এবং সামুদ্রিক নিরাপত্তার অংশীদারত্বের অংশ হিসেবে উপকূলে নজরদারির জন্য রাডার স্থাপনের জন্য সমঝোতা স্মারক সই করেছে বাংলাদেশ।

শেষ ফেসবুক পোস্টে যা লিখেছিলেন নিহত বুয়েট শিক্ষার্থী

৭ অক্টোবর, ২০১৯, চ্যানেল আই অনলাইন

বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) নিহত শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ রোববার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার পর থেকে নিখোঁজ ছিলেন, আর মধ্যরাতে শেরে বাংলা হলে মেলে তার লাশ। আবরার সর্বশেষ বিকেল ৫টা ৩২ মিনিটে ফেসবুক পোস্ট দিয়েছিলেন।

ধারণা করা হচ্ছে তাকে শিবিরকর্মী সন্দেহে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। শেরে বাংলা হলের দ্বিতীয়তলা থেকে তার লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী আবরার ওই হলের আবাসিক শিক্ষার্থী ছিল, তার গ্রামের বাড়ি কুষ্টিয়া।

আবরার তার সর্বশেষ ফেসবুক পোস্টে তিনটি পয়েন্টে ভারত সম্পর্কে লিখেছিলেন, ৪৭ এ দেশভাগের পর দেশের পশ্চিমাংশে কোন সমুদ্রবন্দর ছিল না। তৎকালীন সরকার ৬ মাসের জন্য কলকাতা বন্দর ব্যবহারের জন্য ভারতের কাছে অনুরোধ করল। কিন্তু দাদারা নিজেদের রাস্তা নিজেদের মাপার পরামর্শ দিছিলো। বাধ্য হয়ে দুর্ভিক্ষ দমনে উদ্বোধনের আগেই মংলা বন্দর খুলে দেওয়া হয়েছিল। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে আজ ইন্ডিয়াকে সে মংলা বন্দর ব্যবহারের জন্য হাত পাততে হচ্ছে।

কাবেরি নদীর পানি ছাড়াছাড়ি নিয়ে কানাড়ি আর তামিলদের কামড়াকামড়ি কয়েকবছর আগে শিরোনাম হয়েছিল। যে দেশের এক রাজ্যই অন্যকে পানি দিতে চাই না সেখানে আমরা বিনিময় ছাড়া দিনে দেড়লাখ কিউবিক মিটার পানি দিব।

কয়েকবছর আগে নিজেদের সম্পদ রক্ষার দোহাই দিয়ে উত্তরভারত কয়লা-পাথর রপ্তানি বন্ধ করেছে অথচ আমরা তাদের গ্যাস দিব। যেখানে গ্যাসের অভাবে নিজেদের কারখানা বন্ধ করা লাগে সেখানে নিজের সম্পদ দিয়ে বন্ধুর বাতি জ্বালাব।

হয়তো এসুখের খোঁজেই কবি লিখেছেন-

"পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি
এ জীবন মন সকলি দাও,
তার মত সুখ কোথাও কি আছে
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।"

ফেনী নদীর পানি দিয়ে চাষাবাদ করছে ভারত

০৭ অক্টোবর, ২০১৯, ইত্তেফাক

শনিবার নয়াদিল্লিতে ত্রিপুরার সাব্রুম শহরে পানীয়জল সরবরাহ প্রকল্পে ফেনী নদী থেকে ১ দশমিক ৮২ কিউসিক পানি প্রত্যাহারে দুই দেশের মধ্যে সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই হলেও এর বহু আগে থেকেই কোনো প্রকার চুক্তি ছাড়াই ভারত এ নদী থেকে পানি তুলে নিচ্ছে। নো ম্যান্স ল্যান্ডে অবৈধভাবে স্থাপিত ৩৬টি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎচালিত লো লিফট পাম্প মেশিনের মাধ্যমে তারা একতরফাভাবে নদীর পানি নিয়ে যাচ্ছে।

অনুসন্ধানে জানা যায়, খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গার ভারত সীমান্তবর্তী ভগবানটিলা নামক পাহাড় থেকে উৎপত্তি ফেনী নদীটির দৈর্ঘ্য ১১৬ কিলোমিটার। তন্মধ্যে বাংলাদেশ ভারত সীমান্তে ৭০ কিলোমিটার অংশ রয়েছে নদীর। ভগবানটিলা হতে এটি মাটিরাঙ্গা, রামগড়, ফটিকছড়ি সীমানা হয়ে মিরেরশরাইয়ের অলি নগরের আমলিঘাট এলাকা দিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে। ভারত দক্ষিণ ত্রিপুরার শিলাছড়ি থেকে আমলিঘাট পর্যন্ত নদীর দুই দেশের অভিন্ন অংশের বিভিন্ন স্থানে নো ম্যান্স ল্যান্ডে প্রায় ৩৬টি লো লিফট পাম্প মেশিন বসিয়ে এক তরফাভাবে পানি তুলে নিয়ে যায়।

ভারতের সঙ্গে চুক্তি নিয়ে স্ট্যাটাস, আ.লীগ নেতা বহিষ্কার

১০ অক্টোবর ২০১৯, প্রথম আলো

খুলনা জেলা আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য শেখ বাহারুল আলমকে দল থেকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে।

ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পাদিত সাম্প্রতিক চুক্তি নিয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেওয়ায় বাহারুলের বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। একই কারণে বাহারুলকে কেন দল থেকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হবে না, সাত দিনের মধ্যে এর কারণ দর্শাতে বলা হয়েছে।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সাম্প্রতিক কিছু চুক্তির সমালোচনা করে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেওয়ায় বুয়েটের শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদকে পিটিয়ে হত্যা করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। আবরার বুয়েটের শেরেবাংলা হলে থাকতেন। গত রোববার রাতে তাঁকে পিটিয়ে হত্যা করেন বুয়েট ছাত্রলীগের একদল নেতা-কর্মী।

বাহারুল বিএমএ খুলনা শাখার সভাপতি। গত ৬ অক্টোবর তিনি তাঁর ফেসবুকে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের চুক্তি নিয়ে একটি স্ট্যাটাস দেন। স্ট্যাটাসটির শিরোনাম: 'ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপক্ষীয় চুক্তি বলা হলেও বাস্তবে একপক্ষীয় সিদ্ধান্ত-বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থ ও অধিকার চরম উপেক্ষিত'।

বাহারুলের স্ট্যাটাস

'দুর্বল অবস্থানে থেকে বন্ধু-প্রতিম শক্তিধর প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে বৈঠকে-ফলাফল শক্তিধরের পক্ষেই আসে। বাংলাদেশ-ভারত উভয়-পক্ষীয় সমঝোতা স্মারক নাম দেওয়া হলেও বাস্তবে একপক্ষীয় সিদ্ধান্তই মেনে নিতে হয়

দুর্বল রাষ্ট্রকে।

ভারত বাংলাদেশ থেকে তার সকল স্বার্থই আদায় করে নিয়েছে। বিপরীতে বাংলাদেশ ভারতের কাছ থেকে এখনো ন্যায্য হিস্যা আদায় করতে পারেনি।

১. দীর্ঘদিনের আলোচিত তিস্তা নদীর পানি বণ্টন এবারের দ্বিপক্ষীয় আলোচনায় স্থান পায়নি।

২. ভারতের প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট করে কিছু না বললেও তার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ হুংকার দিয়েছে নাগরিক পঞ্জীতে বাদ পড়া জনগণকে বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়া হবে। তারপরেও এবারের সমঝোতা চুক্তিতে 'অভ্যন্তরীণ' অজুহাতে বিষয়টি স্থান পায়নি।

৩. বাংলাদেশে অবস্থানরত রোহিঙ্গা শরণার্থী মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে প্রত্যাবাসনের বিষয়ে ভারত কিছু বলেনি।

৪. তিস্তা নদীর পানি বণ্টন নিয়ে চুপ থাকলেও বাংলাদেশ অংশের ফেনী নদীর পানি ত্রিপুরা রাজ্যের পানীয় জল হিসাবে প্রতিদিন ১.৮২ কিউসেক টেনে নেবে ভারত। এ বিষয়ে বাংলাদেশ সম্মত হয়েছে।

৫. বাংলাদেশের জনগণের তরল গ্যাসের চাহিদা পূরণের ঘাটতি থাকলেও ভারতে তরল গ্যাস রপ্তানির সিদ্ধান্ত হয়েছে এবং যৌথভাবে সে প্রকল্প উদ্বোধনও হয়েছে।

৬. চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর ভারত কীভাবে ব্যবহার করবে, তা নির্ধারিত হলেও বাংলাদেশের জন্য ব্যবহারযোগ্য ভারতের কোনো বন্দর সেই তালিকায় ছিল না।

অমানবিক আচরণের শিকার হয়েও বাংলাদেশ পানি ও গ্যাস সরবরাহ দিয়ে মানবিকতার প্রদর্শন করেছে। বাংলাদেশের মানুষের স্বার্থ ও অধিকার উপেক্ষিত রেখে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক শেষ হয়েছে।

শক্তিধর প্রতিবেশীর আধিপত্যের চাপ এতই তীব্র যে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বজায় থাকবে কিনা আশঙ্কা হয়। কারণ ভারতের চাপিয়ে দেওয়া সকল সিদ্ধান্ত বাংলাদেশকে মেনে নিতে হচ্ছে।'

বিবিধ

বন্যায় ১২ দিনে ৮৭ জনের মৃত্যু

২৩ জুলাই ২০১৯, বিবিস বাংলা

বাংলাদেশে বন্যার কারণে গত ১২ দিনে বিভিন্ন জেলায় মারা গেছে অন্তত ৮৭ জন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমারজেন্সী অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম এক হিসাবে এই তথ্য জানিয়েছে।

এতে বলা হয়, সবচেয়ে বেশি প্রাণহানি হয়েছে জামালপুর জেলায়। সেখানে ২৯ জন মারা গেছে।

এছাড়া গাইবান্ধা জেলায় ১৫ জন, নেত্রকোনায় ১৩ জন এবং টাঙ্গাইল ও সুনামগঞ্জ জেলায় পাঁচ জন করে মারা যাওয়ার কথা জানানো হয়েছে। প্রাণহানি হয়েছে লালমনিরহাট, নীলফামারী, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, কুড়িগ্রাম, শেরপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া এবং ফরিদপুরে।

ভিআইপির অপেক্ষায় ছাড়েনি ফেরি, অ্যাম্বুলেন্সেই প্রাণ গেল স্কুলছাত্রের

২৮ জুলাই ২০১৯, প্রথম আলো

মাদারীপুরের কাঁঠালবাড়ি ১ নম্বর ফেরিঘাটে ফেরির জন্য অপেক্ষা করছিল সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত স্কুলছাত্র বহনকারী একটি অ্যাম্বুলেন্স। তিন ঘণ্টা অপেক্ষার পর ফেরিতে ওঠে অ্যাম্বুলেন্সটি। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ। মস্তিষ্কে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়ে অ্যাম্বুলেন্সেই মারা যায় ওই স্কুলছাত্র। গত বৃহস্পতিবার রাতে এই ঘটনা ঘটে।

জমি খালি করতেই বস্তিতে আগুন!

১৮ আগস্ট, ২০১৯, দেশ রূপান্তর

বড় বড় ভবন তৈরির জন্য জমি খালি করতেই মিরপুরের রূপনগরে চলন্তিকা বস্তিতে আগুন দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাদের দাবি, আগুন লাগার সময় তারা কেরোসিনের গন্ধ পেয়েছেন এবং বস্তির উত্তর-দক্ষিণ দুদিক থেকেই আগুন ছড়িয়ে পড়তে দেখেছেন।

বস্তিবাসীর কারও কারও অভিযোগ, এই অগ্নিকাণ্ডের পেছনে হাত আছে স্থানীয় সাংসদ ইলিয়াস উদ্দিন মোলার, ৬ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর হাজি রজ্জব আলী ও তাদের বাহিনীর।

চলন্তিকা বস্তিটি মিরপুরের সর্ববৃহৎ বস্তি। গণপূর্ত অধিদপ্তরের জমির ওপর এই বস্তি গড়ে তোলা হয়েছে। দীর্ঘদিন থেকেই বস্তির জমি খালি করার চেষ্টা করছে গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ। কিন্তু বস্তিবাসীর বাধায় সেটা সম্ভব হয়নি। ঈদের ছুটিতে বস্তিতে যখন লোকজন কম, ঠিক ওই সময় শুক্রবার সন্ধ্যায় আগুন লাগে বস্তিতে। মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়া সেই আগুনে গৃহহীন হয়ে পড়ে প্রায় ২০ হাজার পরিবার। তাদের সবকিছু পুড়ে যাওয়ায় একরকম নিঃস্ব হয়ে পড়ে তারা।

লালমনিরহাটে উড়োজাহাজ মেরামত কেন্দ্র করবে সৌদি

২০ আগস্ট ২০১৯, প্রথম আলো

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালের পরিত্যক্ত লালমনিরহাট বিমানঘাঁটি ও এয়ারস্ট্রিপকে (ছোট পরিসরের রানওয়ে) ঘিরে এ অঞ্চলের উড়োজাহাজ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কেন্দ্র গড়ে তুলতে চায় সৌদি আরব। এই লক্ষ্যে দেশটির রাষ্ট্রায়ত্ত বিমান মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রতিষ্ঠান আলসালাম এরোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিজ শুরুতে বাংলাদেশে অন্তত ২০০ কোটি ডলার বিনিয়োগের পরিকল্পনা করছে।

নাগরিকত্ব দিলে একসঙ্গে মিয়ানমারে ফিরব, ঘোষণা রোহিঙ্গাদের

২৫ আগস্ট ২০১৯, প্রথম আলো

রোহিঙ্গা মুসলমানদের আগে নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে মিয়ানমারকে। এরপর বাংলাদেশে আশ্রিত ১১ লাখের বেশি রোহিঙ্গা একসঙ্গেই ঘরে (রাখাইনে) ফিরে যাবে। এ জন্য মিয়ানমার সরকারের সঙ্গে রোহিঙ্গা নেতারা সংলাপে বসতেও রাজি।

আজ রোববার কক্সবাজারের এক মহাসমাবেশে এসব কথা বলেন রোহিঙ্গা নেতারা। তাঁরা বলেন, কোনো রোহিঙ্গাকে ফেরত পাঠানোর চেষ্টা করলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে পারে।

রোহিঙ্গা সংকটের দুই বছর পূর্তি উপলক্ষে (রোহিঙ্গার ভাষায় গণহত্যা দিবস) আজ জেলার উখিয়ার কুতুপালং মধুরছড়া (ক্যাম্প-৪) আশ্রয়শিবিরের তিনটি পাহাড় ও মাঠে জড়ো হয়েছিলেন লাখো রোহিঙ্গা। সেই মহাসমাবেশে রোহিঙ্গা নেতারা শর্ত পূরণ না হওয়া পর্যন্ত রোহিঙ্গাদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান।

বাংলাদেশের সঙ্গে প্রতিরক্ষা চুক্তিতে আগ্রহী যুক্তরাষ্ট্র

২৬ আগস্ট ২০১৯, প্রথম আলো

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনের পাশাপাশি নিরাপত্তা অংশীদারত্বের সাফল্যকে বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষরে আগ্রহী হয়ে উঠেছে যুক্তরাষ্ট্র। এ বছরের গোড়ার দিক থেকেই যুক্তরাষ্ট্র এ বিষয়টি বিভিন্ন স্তরের আলোচনায় জোরের সঙ্গেই তুলছে। বাংলাদেশ এখনো এ নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না নিলেও যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবে কী আছে, তা খোঁজ নিতে শুরু করেছে।

ঢাকা ও ওয়াশিংটনে কর্মরত বাংলাদেশের কূটনীতিকেরা সম্প্রতি এই প্রতিবেদককে জানিয়েছেন, এ বছরের জানুয়ারি থেকে অস্ত্র বিক্রির প্রসঙ্গ তুলে বাংলাদেশের সঙ্গে সামরিক চুক্তির বিষয়টিকে সামনে এনেছে যুক্তরাষ্ট্র। এ নিয়ে ওয়াশিংটনে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, যুক্তরাষ্ট্র সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের সঙ্গে নিরাপত্তাবিষয়ক আলোচনায় আকসা আর জিসোমিয়া সইয়ের কথা তুলেছে।

বাস কেড়ে নিল ফুটপাতে দাঁড়ানো নারীর পা

২৮ আগস্ট ২০১৯, সমকাল

অফিস থেকে বের হয়ে রাজধানীর বাংলামটরে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন করপোরেশনের (বিআইডবিউটিসি) সহকারী ব্যবস্থাপক কৃষ্ণা রায় (৫২)। হঠাৎ করেই বেপরোয়া গতির একটি বাস উঠে গেল সেই ফুটপাতে। এতে ওই নারী কর্মকর্তার পা আটকে গেল বাসের সামনের অংশে। তাকে রক্ষার কোনো ধরনের চেষ্টাই করলেন না চালক। উল্টো বাস নিয়ে পালানোর চেষ্টা করেন। নিরাপদ ফুটপাতে দাঁড়ালেও ঘাতক বাসের চাকায় একটি পা হারালেন কৃষ্ণা রায়।